এসেছি যে সে সহজে শুধ্‌রে উঠ্‌তে পারবে না। এখন তবে, ভাল কুত্তারা! বল্‌ আমার উপর তোরা খুসি কি না?" ধনেশ উচ্চৈঃস্বরে কহিল "এর পর কিন্তু তরুণসেনের পালা!"

বজ্রবাহু মনে মনে কহিল "সেটা এত সহজ নয়।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রথম অধ্যায়।

প্রেমিক-প্রেমিকা।

সমগ্র উজ্জয়িনীর আদরের ধন লাবণ্যবতী তাঁহার পাড়িত শয্যায় শয়ান রহিলেন; তাঁহার মনোগত সেই এক দুঃখ—যাহার কারণ সকল ব্যক্তি হইতেই গোপন রাখিয়াছিলেন, তাঁহার স্বাস্থ্য নাশ করিল এবং তাঁহার সৌন্দর্য্যের মাধুরী ক্ষয় করিল। তিনি সেই সুপুরুষ তরুণসেনের অনুরাগিণী হইয়াছিলেন। আর তরুণসেনকে দেখিয়া তৎপ্রতি পক্ষপাতী না হয় এমন লোকই কে? উক্ত যুবকের সুন্দর মূর্ত্তি, সৌম্য মুখশ্রী, মধুর কটাক্ষ, অর্থাৎ সমস্ত আকৃতিই যেন বলিতেছিল "তরুণসেন প্রকৃতির স্নেহ ভাজন সন্তান!" এবং লাবণ্যবতীও পূর্ব্ব হইতেই প্রকৃতির প্রশংসাকারিণী ছিলেন।

কিন্তু লাবণ্যবতী যেমন পাড়িত ছিলেন তরুণসেনও তদপেক্ষা কিছু ভাল ছিলেন না। তিনি আপন গৃহ মধ্যেই আবদ্ধ থাকিতেন এবং মধ্যে মধ্যে আপন মানসিক চিন্তার নিবারণ জন্য রাজ্যের দুরতর নগর সমূহে প্রস্থান করিতেন কিন্তু কোন স্থানে যাইয়াই

চিন্তার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতেন না। এবারে তিনি সম্পূর্ণ তিন সপ্তাহ অনুপস্থিত ছিলেন। তিনি কোথায় ঘুরিতেছেন কেহই জানিত না; তাঁহার এই অনুপস্থিতির সময়েই জয়পাল নামক রাজপুত্র উজ্জয়িনীতে উপস্থিত হন। পূর্ব্বে তাঁহার সহিত লাবণ্য-বতীর বিবাহের প্রস্তাব ছিল, তিনি অধুনা আপনপাত্রী প্রার্থনায় আসিয়াছিলেন।

এক মাস পূর্ব্বে এই রাজপুত্রের আগমন বীরবাহুর পক্ষে খুব আদরণীয় ছিল। কিন্তু এক্ষণে লাবণ্যবতী পাড়িত থাকায় রাজা ইহাতে কিছু মাত্র সুখ পাইলেন না। যাহা হউক শীঘ্রই এ বিষয় মিটিয়া গেল; নগরে উপস্থিতির ছয় দিন পরেই উক্ত রাজপুত্র একদা নগরীয় এক উদ্যানের প্রান্তভাগে হত পতিত দৃষ্ট হইলেন। তাঁহার তরবার তাঁহার পার্শ্বে পড়িয়া রহিয়াছে—খাপখোলা, এবং রক্তে মাথা; স্মরণ-পুস্তক কোথায় ঠিকানা নাই; কেবল একটী পাতা ছিঁড়িয়া তাঁহার বক্ষস্থলে কে যেন বাঁধিয়া দিয়াছে। ঐ পত্রে নিম্নলিখিত বর্ণ কয়েকটী রক্তে লেখা রহিয়াছে দেখা গেল;—

"জয়পালের ভাগ্যের অংশী হইতে যাহার বাসনা না থাকে, সে যেন লাবণ্যবতীর পাণিগ্রহণের অভিলাষ না করে!—বিখ্যাত দস্যু বজ্রবাহু"

এই ভয়ানক বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া রাজা হতাশতায় পরিতাপ করিতে করিতে কহিলেন "হায়! কোথায় গিয়া শান্তি লাভ করি? আত্মরক্ষার্থ কোথায় পালাই! তরুণসেন এমন সময় কি জন্য অনুপস্থিত হইল?" এই সমস্ত গুরুতর বিপদে সাহায্য প্রাপ্তি জন্য রাজা ঐ যুবকের প্রত্যাগমন অতিশয় বাঞ্ছা করিতেছিলেন। তাঁহার বাঞ্ছাও শীঘ্রই পূর্ণ হইল। তরুণসেন শীঘ্রই প্রত্যাগমন করিলেন। সিন্ধুদেশী গৃহে প্রবিষ্ট হইলে রাজা কহিলেন "এস বাছা এস এস,

ভবিষ্যতে আমাকে ছাড়িয়া এত অধিক দিন যাইও না, আমি এখন এক জন দুরবস্থ নির্ব্বান্ধব বৃদ্ধ, তুমি শুনিয়া থাকিবে যে যশঃ-প্রিয়—সুবুদ্ধি—"

তরুণ (দুঃখিত ভাবে) "আমি সব জেনেছি।"

বীর। "প্রেতরাজ তাহার শৃঙ্খল ছিঁড়িয়া উজ্জয়িনীতে বজ্রপাল নামে বাস করিতেছে এবং আমার চিত্তে যাহা কিছু মহার্ঘ বস্তু বলিয়া বোধ ছিল সেই গুলি ক্রমশঃ অপহরণ করিতেছে। তরুণসেন! তুমি নিজে খুব সতর্ক হও; তুমি যে অনুপস্থিত ছিলে আমার হৃৎকম্প হইত, যে হয়তো, সেই দুরাত্মা কর্তৃক তোমাকেও হারাই। যুবক বন্ধু, তোমাকে বলিবার অনেক গুলি কথা আছে। আপাততঃ নয় বৈকালে বলিব। এ ঘটনায় আমি এক জন শান্ত বৈদেশিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছি কিন্তু বৈকালে—

এই সময়ে লাবণ্যবতী আস্তে আস্তে গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার গণ্ডদেশ বিবর্ণ, ও গতি স্খলিত; তিনি তরুণসেনকে দেখিলেন এবং তৎক্ষণাৎ একটু রক্তিমার আভা তাঁহার কপোলে উদয় হইল। তরুণসেন আসন হইতে উঠিলেন এবং অনাত্মীয় ভদ্রলোককে যেরূপ করিতে হয়, সেই ভাবে রাজকন্যার অভ্যর্থনা করিলেন।

রাজা কহিলেন—"আচ্ছা তরুণসেন তুমি তবে আর যেওনা; বোধ হয় আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমি অবসর পাব; তুমি এতক্ষণ লাবণ্যবতীর একটু কাছে থাকো; তুমি যত দিন এখানে না ছিলে মেয়েটী বড়ই পীড়িত ছিল, এখন পর্য্যন্তও আমার দুর্ভাবনা যায় নাই। কাল পর্য্যন্ত কেবল শয্যাগত ছিল। আমার বোধ হয় আজও তাড়াতাড়ি উঠে ভাল করেনি।"

বৃদ্ধ রাজা গৃহ হইতে নির্গত হইলেন এবং প্রণয়িযুগল এই দ্বিতীয় বার নির্জ্জনে একত্রতা লাভ করিলেন। লাবণ্যবতী জানা-

লার নিকটে গিয়া বসিলেন ; ক্রমশঃ তরুণসেনও সাহস করিয়া তাঁহারই নিকটের দিকে গেলেন।

যুবক কহিলেন "রাজকন্যে! এখন পর্য্যন্তও কি আমার উপর তোমার রাগ যায় নাই?" লাবণ্যবতী অস্পষ্ট বচনে কহিলেন "আমিতো তোমার উপর রাগ করিনি!" এবং সেই উদ্যানের ঘটনা স্মরণ পড়ায় সলজ্জমুখী হইলেন।

তরুণ। "তবে তুমি আমার অপরাধ সম্পূর্ণ মাপ করেছ?" লাবণ্যবতী ঈষৎ ক্ষীণ হাস্য সহকারে কহিলেন "তোমার অপরাধ? হাঁ যদ্যপি তাকে অপরাধ বলে, আমি তা সম্পূর্ণ ভুলে গিইচি। মৃত্যুর সময় অন্যকে ক্ষমা করা উচিত, নতুবা ঈশ্বরের নিকট আপন কৃত দোষের ক্ষমা পাওয়া যায় না। আমার মৃত্যুর বড় দেরি নাই— আমি বুঝিতে পারিতেছি।"

তরুণ। "কুমারি!"

লাবণ্য। "না তার আর সন্দেহ নাই। কাল্‌থেকে আমি বিছানা ছেড়েছি বটে, কিন্তু শীঘ্র আবার পড়্‌তে হবে এবং সেই পড়াই পড়া ; সেই জন্যেই ভাই তোমার নিকট ক্ষমা চাহিতেছি। কারণ—পূর্ব্বে তোমার সহিত দেখা হওয়ার সময় তোমাকে অগত্যা বড় বিরক্ত করেছিলাম।" তরুণসেন কোন উত্তর দিলেন না।

তরুণ। "তুমি কি তবে আমাকে মাপ্ করবে না? তোমাকে দেখছি শান্ত করা বড় কঠিন, তুমি এত বৈর নির্য্যাতক!"

তরুণসেন বিমর্ষ ভাবে একটু হাসিয়া ললনার বদনে দৃষ্টি পাত করিলেন এবং তিনিও যুবকের দিকে, আপন হাত বাড়াইয়া দিলেন এবং কিঞ্চিৎ পরে কহিলেন।

"আমি ইচ্ছা করিয়া আপন হস্ত দিলাম তাহা অগ্রাহ্য করিলে? তবে কি সব ভুলে গেলে নাকি?"

তরুণ। "ভুলে যাব, সুন্দরি? কখন না! কখন না!—তোমার প্রত্যেক কথা প্রত্যেক কটাক্ষ আমার হৃদয়ে আনত হইয়া আছে, কখনও তাহার অপনয় হইবে না। তুমি যে কার্য্যে লিপ্ত সে কার্য্য আমি কখনও ভুলিতে পারি না; তোমার ও আমার মধ্যে সে দিন যাহা যাহা ঘটিয়া ছিল, তাহা আমি কখনই ভুলিতে পারি না, প্রত্যেক অংশই এত বহুমূল্য, এত পবিত্র; আর ক্ষমার কথা যদি বল"— তিনি ললনার প্রদত্ত হস্ত ধারণ করিয়া সম্মান পূর্ব্বক চুম্বন করিলেন —"প্রিয়তমে! আমার বাসনা যে তুমি আমার প্রতি অনেক অত্যাচার করিতে এবং তোমাকে তাহার দরুণ অনেক পরিমাণে ক্ষমা করিবার সুযোগ পাইতাম; হায়! বর্ত্তমানে তোমাকে ক্ষমা করি এমন কিছুই ঘটে নাই।"

উভয়েই ক্ষণ-কাল নিস্তব্ধ রহিলেন। পরে লাবণ্যবতী পুনরায় কথা বার্ত্তার প্রারম্ভ ছলে কহিলেন "উজ্জয়িনী হইতে তুমি অনেক দিন অনুপস্থিত ছিলে। বোধ হয় অনেক দূর বেড়াইয়া থাকিবে?"

তরুণ। "হাঁ অনেক দূর।"

লাবণ্য। "বোধ হয় নানা স্থান ভ্রমণে আমোদও খুব পেয়ে থাকিবে।"

তরুণ। "হাঁ খুব পেয়েছি কারণ যে খানে যাই সেই খানেই লাবণ্যবতীর প্রশংসা শুনি।"

লাবণ্য। (কপট কোপ প্রকাশে কিন্তু মৃদু বাক্যে)। তরুণসেন! তুমি আমাকে পুনরায় রাগাইবে?"

তরুণ। "আমি শীঘ্রই সে বিষয়ে অক্ষম হইব। বোধ হয় তুমি অনুমান করিতে পার আমার বর্ত্তমান অভিপ্রায় কিরূপ?"

লাবণ্য। "শীঘ্র কি আবার ভ্রমণে বাহির হবে?"

তরুণ। "হাঁ যথার্থ অনুমান করেছ; কিন্তু এবারে যে উজ্জয়িনী থেকে বাহির হবো, আর ফিরবো না।"

লাবণ্য। "আর ফিরবে না? সে কি তরুণসেন! হায়, আমাকে ছেড়ে যাবে? (এবং এই অসাবধানতার জন্য তৎক্ষণাৎ লজ্জিতা হইয়া) "অর্থাৎ আমার অভিপ্রায়—আমার জ্যেষ্ঠতাত মহাশয়কে কি ছেড়ে যাবে? আমার নিশ্চয় বোধ হচ্ছে যে, তুমি কৌতুক কচ্চো।

তরুণ। "কুমারি! আমি কৌতুক কচ্চিনা, আসল মনের কথা বলচি।"

লাবণ্য। "তা যাবে কোথায় মতলব কচ্চো?"

তরুণ। "মাল্য দ্বীপে যাইব এবং সেখানকার বীরগণ যে কর্ণাটী জলদস্যু দিগের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন, তাহাতে সাহায্য করিব। হয় তো ঈশ্বরের কৃপায় আমি কোন রণতরীর অধ্যক্ষ হবো; তখন আমি আমার পোতের নাম 'লাবণ্যবতী' রাখিব। যুদ্ধের সময় 'লাবণ্যবতী' নামে রণ ঘোষণা হইবে, এবং ঐ নামের প্রভাবে আমি অজয় হইব।"

লাবণ্য। "কুমার! ইহার নাম উপহাস; আমি তোমার এমন কিছু করি নাই যে, তুমি ক্রমাগত আমায় নিয়ে বিদ্রূপ করছো; এ বড় নিষ্ঠুরতা।"

তরুণ। "কুমারি! তোমার মনঃকষ্ট না হয়—এই উদ্দেশেই আমি উজ্জয়িনী হইতে পালাইতেছি—আমি এখানে থাকার দরুণ হয় তো তোমার সময়ে সময়ে মনঃকষ্ট হয়। আমার অদৃষ্টে বিধাতা সে সুখ লেখেন নাই যে তোমাকে আহ্লাদিত করি, অতএব অন্ততঃ যাহাতে তোমার ক্লেশের কারণ না হই তাহা করিব।"

লাবণ্য। "তবে কি সত্য সত্যই রাজাকে পরিত্যাগ করিয়া

যাইবে, যে রাজা তোমাকে এত সম্মান করেন, এত বন্ধুত্ব প্রকাশ করেন?"

তরুণ। "তাঁহার বন্ধুত্ব আমি বহুমূল্য জ্ঞান করি, কিন্তু সে বন্ধুত্ব আমাকে সুখী করণে পর্য্যাপ্ত নয়; যদি তিনি শত শত রাজ্যও আমাকে প্রদান করেন তত্রাচ তাঁহার বন্ধুত্বে আমি সুখী হইতে পারি না।"

লাবণ্য। "তবে কি তোমাকে সুখী করিতে এর অপেক্ষা অধিকের প্রয়োজন?"

তরুণ। হাঁ ওর অপেক্ষা বেশী চাই, অগণ্য গুণে বেশী! কেবল এক অনুগ্রহে আমাকে সুখী করিতে পারে, যাহা আমি দীনের ন্যায় ভিক্ষা চাহিয়াছি" (তিনি যুবতীর হস্ত ধরিয়া ব্যগ্রভাবে চুম্বন করিলেন) "লাবণ্যবতি! আমি সেই এক অনুগ্রহ জানু পাতিয়া ভিক্ষা চাহিয়াছি,—কিন্তু আমার আকাঙ্ক্ষা অগ্রাহ্য করা হইয়াছে।"

যুবতী কষ্টে স্থষ্টে কহিলেন "তুমি তো বড় অদ্ভুত রকমের নাছোড় দেখিতেছি!" এই কথা বলিলেন বটে কিন্তু কি বলিলেন তাহা উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। সেই সময়ে তরুণসেন তাহাকে আপনার দিকে আস্তে আস্তে টানিলেন এবং মৃদু দীন স্বরে কহিলেন লাবণ্যবতি!"

লাবণ্য। "তুমি আমার কাছে কি চাও?"

তরুণ। "আমার জীবনের চরম সুখ চাই!"

যুবতী যুবকের প্রতি মুহূর্ত্ত কাল অব্যবস্থিত চিত্তে চাহিলেন, পরে তৎক্ষণাৎ আপন হস্ত কাড়িয়া লইয়া কহিলেন "আমি আজ্ঞা করিতেছি তুমি এই মুহূর্ত্তেই আমাকে ছাড়িয়া প্রস্থান কর।"

তখন তরুণসেন হতাশ ও ব্যথিত হইয়া আপন হস্ত দ্বয়

একত্রিত করিলেন; তিনি বশ্যতার ভাব সূচক মস্তক নত করিলেন; বিলম্বিত পদে ও দুঃখিত ভাবে তিনি ঐ ললনাকে পরিত্যাগ করিলেন। দ্বার অতিক্রম করিয়া ফিরিয়া চাহিয়া চিরকালের জন্য বিদায় লইতে যান, এমন সময় অকস্মাৎ যুবতী তাঁহার দিকে দৌড়িয়া গেলেন, তাঁহার হস্ত ধরিয়া আপন হৃদয়ে ধরিলেন এবং "তরুণসেন আমি তোমার" এই কথা বলিয়া তাঁহার পদতলে মূর্চ্ছিতা হইয়া পাড়িলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

দুঃসাহসিক প্রতিজ্ঞা।

অধুনা ঐ ভাগ্যবান্ তরুণসেনের তুল্য সুখী আর কাহাকে বলা যায়? বিজয় তাঁহার এক্ষণে হস্তগত হইয়াছিল; তিনি লাবণ্যবতীর মুখ হইতে তাঁহার অভিলষিত মীমাংসা বাক্য শ্রবণ করিলেন। তিনি ঐ বরবর্ণিনীকে মৃত্তিকা হইতে উঠাইয়া এক শয্যায় স্থাপন করিলেন। কিয়দ্বিলম্বেই সেই ললনার নয়ন উন্মীলিত হইল এবং তিনি প্রথম বস্তুই এই দেখিলেন যে তরুণসেন তাঁহার পার্শ্ব ভাগে জানু পাতিয়া বসিয়াছেন এবং এক হস্তে তাঁহার কটিদেশ বেষ্টন করিয়া আছেন। যে ব্যক্তির জন্য তিনি এত অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, যাহার জন্য এত দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, দিবসে চিন্তায় যাহাকে ভাবনা করিতেন, রাত্রিতে স্বপ্নেও যাহাকে দর্শন করিতেন, এক্ষণে সেই ব্যক্তির স্কন্ধ দেশে তাঁহার মস্তক অলসিত হইয়া অবস্থিতি করিল।

যখন তাঁহারা নিস্তব্ধ উল্লাসে পরস্পর পরস্পরের প্রতি স্থির

দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিলেন, তখন তাঁহাদের বোধ হইল যেন তাঁহারা মনুষ্য নন ; তাহারা বুঝি মর্ত্ত্য হইতে স্বর্গে নীত হইয়াছেন।

মনুষ্যের সমগ্র জীবনের মধ্যে এইরূপ মুহূর্ত্ত কেবল একবার ঘটে। যিনি এই মুহূর্ত্তের আগমন প্রতীক্ষায় দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলেন তিনি ধন্য ; যিনি এমুহূর্ত্ত আগত হইলে ভোগ সমর্থ অন্তঃকরণ রাখেন তিনি ধন্য ; এবং যাঁহার পক্ষে এরূপ মুহূর্ত্ত গত হইয়াছে, কিন্তু অভুক্ত হইয়া যায় নাই, তিনিও ধন্য, কারণ ইহার স্মরণও বড় মধুময়। হে জ্ঞানি তত্ত্ববিদ্‌গণ ! তোমরা বৃথা বলিয়া থাক যে এইরূপ এক মুহূর্ত্তের সুখ কেবল উত্তপ্ত কল্পনার ছায়ামাত্র মুগ্ধকর স্বপ্ন যেমন অস্থায়ী তদ্রূপই অস্থায়ী, যে স্বপ্ন সত্য ও যুক্তির আলোকে উঠিয়া যায়। হায় ! মর্ত্ত্যে এমন মুর্খ কি আছে—যাহা কিয়ৎ পরিমাণে কল্পনার কুহক হইতে মাধুরী গ্রহণ না করে।

লাবণ্যবতী, মাতার ও তাঁহার উপদেশ সমুদয় ভুলিয়া গিয়া গদ্‌গদ স্বরে কহিলেন "তরুণসেন আমি তোমাকে যথার্থই ভাল বাসি।"

যুবক, যুবতীকে আপন বক্ষের অধিকতর নিকটে আকর্ষণ করতঃ এই প্রথম বার তদীয় মুখ চুম্বন করিলেন। অকস্মাৎ সেই মুহূর্ত্তে দ্বার উন্মুক্ত হইল ; মহারাজ বীরবাহু গৃহে পুনঃ প্রবেশ করিলেন ; সাক্ষাৎকারক বৈদেশিকের হঠাৎ পীড়া উপস্থিত হওয়ায়, যেমাত্র অবকাশ পাইয়া ছিলেন, অমনি আপন প্রিয়পাত্র তরুণসেনের সঙ্গে পুনশ্চ সাক্ষাৎ করিতে আসিতে ছিলেন।

তাঁহার পদ শব্দে প্রেমিক যুগলের সুখের স্বপ্ন ভঙ্গ করিল। লাবণ্যবতী ভয়ার্ত্ত স্বরে তরুণসেনের আলিঙ্গন ছাড়িয়া উঠিলেন, তরুণসেনও উঠিয়া দাঁড়াইলেন কিন্তু এই রূপ ধরা পড়ার দরুণ কোন মতেই তাঁহাকে ইতিকর্ত্তব্যতাবিমূঢ় দেখা গেল না।

বীরবাহু কয়েক মুহূর্ত্ত তাঁহাদের প্রতি এরূপ দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন যাহাতে যুগপৎ ক্রোধ, বিমর্ষ এবং অন্তর্ভূত নিরাশা প্রকাশ পাইল। তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত একবার আকাশের দিকে দেখিলেন এবং কিছুমাত্র না কহিয়া ঐ গৃহ পরিত্যাগের উপক্রম করিলেন।

সিন্ধুদেশী কহিলেন "মহারাজ! অন্ততঃ এক মুহূর্ত্তও অপেক্ষা করুন।"

রাজা ফিরিলেন এবং তরুণসেন তাঁহার পদতলে পড়িলেন। বীরবাহু ক্ষণকাল গম্ভীর ভাবে সেই পদপতিত দোষীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন, পরে কঠিন ভাবে কহিলেন "যুবক! তোমার এ ক্ষমা প্রার্থনা নিষ্ফল।"

তরুণসেন সাহসিক ভাবে উত্তর করিলেন "মহারাজ, লাবণ্যবতীকে স্নেহ করার জন্য আমার ক্ষমা প্রার্থনা নিরাবশ্যক; বরং লাবণ্যবতীকে দেখিয়া যে ব্যক্তি ইহার অনুরাগী না হয় তাহার ক্ষমা প্রার্থনা আবশ্যক করে। কিন্তু লাবণ্যবতীকে আমি যদ্রূপ পূজা করি তদ্দ্বারাই যদ্যপি দোষী হইয়া থাকি তবে স্বয়ং ঈশ্বর আমাকে মার্জ্জনা করিবেন। কারণ তিনি লাবণ্যবতীকে পূজা করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছেন।

রাজা অবজ্ঞাসূচক ভাবে কহিলেন "তুমি তোমার এই অকিঞ্চিৎকর অদ্ভুত হেতুবিন্যাসকে বড় গুরুতর করিতেছ। অন্ততঃ আমার কাছে উহার কোন ফল নাই জানিবে।"

তরুণসেন কহিলেন "রাজন্! আমি পুনরায় কহিতেছি যে ক্ষমা প্রার্থনা আমার অভিপ্রায় নয়। লাবণ্যবতীর প্রতি আমার অনুরাগ দূষণীয় বলিয়া মার্জ্জনা চাহিতেছি না। তবে প্রার্থনা যে, আপনি সেই অনুরাগে সম্মতি প্রদান করুন্। বীরবাহু

আমি আপনার ভ্রাতৃদুহিতাকে দেবীতুল্য পূজা করি; আমি তাঁহাকে আমার সহধর্ম্মিণী করিতে চাই।”

এই সাহসকর ও অনাশঙ্কিত প্রার্থনায় বিস্ময়ান্বিত হইয়া রাজা চমকিয়া উঠিলেন।

সিন্ধুবাসী বলিতে লাগিলেন “সত্য বটে আমি একজন দরিদ্র [illegible] যুবক ভিন্ন আর কিছু নই, এবং উজ্জয়িনীপতির উত্তরাধিকারিণীর পাণিপ্রার্থনা আমার ন্যায় ব্যক্তির পক্ষে অতি অদ্ভুত ধৃষ্টতা বই আর কিছুই নয় কিন্তু আমার ইহা ধ্রুব বিশ্বাস যে, মহাত্মা বীরবাহু তাঁহার লাবণ্যবতীকে এমন পাত্রে প্রদান করিবেন না, যাহাদের কেবল হয় তো ধন আছে, বা রাজ্য আছে, বা বড় বড় উপাধি আছে, অথবা যাহারা নিজে অপদার্থ, পিতৃপৈতামহিক কীর্ত্তির ভাগ করিয়া আপনাদের গুরুত্ব রাখে। আমি ইহা স্বীকার করি যে এখানে আসিয়া আমি এপর্য্যন্ত এমন কার্য্য কিছু করি নাই যাহাতে লাবণ্যবতীলাভরূপ পুরস্কারের যোগ্য হই, কিন্তু অতি শীঘ্রই তদ্রূপ কার্য্য সকল সম্পন্ন করিব; অন্যথা কার্য্য সম্পাদনে জীবন বিসর্জ্জন করিব।”

রাজা অসন্তোষ সহকারে তাঁহার দিক্ হইতে প্রতি নিবৃত্ত হইলেন।

তরুণসেন—পুনশ্চ কহিতে লাগিলেন “আপনি যাহা চান বলুন, লাবণ্যবতীপ্রাপ্তিজন্য আমাকে কি কি করিতে হইবে আজ্ঞা করুন,—যতই কেন কঠিন হউক না আমি তাহা ক্রীড়া তুল্য বিবেচনা করিব। ঈশ্বর করিতেন যে, এই সময় উজ্জয়িনী দুরূহ আসন্ন বিপদে পতিত হইত, আপনার বিপক্ষে দশহাজার তরবারি উত্তোলিত হইত, এবং লাবণ্যবতী আমার পুরস্কারের বস্তু হইতেন, তাহা হইলে আমি কি সুখেই নিশ্চয় উজ্জয়িনীকে বিপন্মুক্ত করিতাম এবং সেই দশহাজার অসিকে অধঃপাতিত করিতাম।”

বীরবাহু ঘৃণাসূচক ঈষৎ হাস্যের সহিত উত্তর করিলেন "আমি বহু বৎসর নিবিষ্টচিত্তে ও ন্যায়পথে এই রাজ্যের সেবা করিয়াছি; প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিতে কখনও সঙ্কুচিত হই নাই; নিজের অনেক শোণিত হারাইয়াছি; কিন্তু নিশ্চিন্ত হইয়া শেষ কয়েকটা দিন কাটাইবার ইচ্ছা ভিন্ন অন্য কোন পুরস্কার চাহি নাই; এবং এই পুরস্কারেই আমি বঞ্চিত হইলাম। দস্যুদিগের অস্ত্র দ্বারা আমার প্রাণসম বন্ধুগণ, যৌবনের সঙ্গীগণ, ও বার্দ্ধক্যের বিশ্বস্ত-গণ দূরীকৃত হইল; এবং তরুণসেন, তুমি কি করিলে? তোমার উপর আমি যে এত বিশ্বাস করিয়াছিলাম তাহার প্রতিশোধ রূপ আমার শেষ ভরসা নষ্ট করিলে। লাবণ্যবতী! আমার কথার উত্তর দাও, তুমি কি সত্য সত্যই তরুণসেনকে অপরিহার্য্য রূপে আপনি মন সমর্পণ করিয়াছ?"

লাবণ্যবতী কোন উত্তর না করিয়া অবনতমুখী হইয়া রহিলেন।

বীরবাহু তখন চিন্তাযুক্ত ভাবে কয়েক মুহূর্ত্ত আস্তে আস্তে সেই গৃহ মধ্যে বিচরণ করিলেন।—লাবণ্যবতী নিকটবর্ত্তী এক শয্যায় অবসন্ন হইয়া পড়িলেন; তরুণসেন অধীর ভাবে মীমাংসা শ্রবণ জন্য রাজার দিকে দৃষ্টি করিয়া রহিলেন।

এইরূপে কতক ক্ষণ গত হইল। গৃহ মধ্যে শান্ত নিস্তব্ধ ভাব বর্ত্তমান রহিল; বীরবাহু যেন কোন বড় প্রয়োজনীয় মীমাংসা আলোচনা করিতেছেন বোধ হইতে লাগিল। প্রেমিক যুগল যদি চ এই অঙ্কের পরিসমাপ্তি শীঘ্র শীঘ্র ইচ্ছা করিতেছিলেন বটে কিন্তু তাহাতেও ভয় পাইতে লাগিলেন এবং প্রতি মুহূর্ত্তেই তাঁহাদের উদ্বেগের বৃদ্ধি হইতে লাগিল। অবশেষে রাজা কহিলেন "অহে যুবক, আমি মীমাংসা করিলাম। লাবণ্যবতী—তোমার প্রতি অনুরাগিণী আমারও ইচ্ছা নয় যে তাহার মনোরথের প্রতি-

কুলতা করি। কিন্তু লাবণ্যবতী সেরূপ বস্তু নয় যে, যে কেহ প্রথম প্রার্থনা করে তাহাকেই সম্প্রদান করা যায়; যে ব্যক্তি এইরূপ দানের যথার্থ যোগ্য তাহাকে উহা প্রদান করিব, উপযুক্ত কার্য্য দ্বারা এই পুরস্কার লাভ হইবে এবং যে কেহ যতদূর কার্য্যই করুক এ পুরস্কারের সম্যক যোগ্য কখনই হইতে পারিবে না। অদ্য পর্য্যন্ত এরাজ্য তোমার নিকট তাদৃশ—বিশেষ কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ নয়। অধুনা আমাদের একটী সুমহৎ উপকার করিতে পার এরূপ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। সুবুদ্ধি গুণধর ও যশঃপ্রিয়ের নিধনকারীকে ধরিয়া দিতে পার? জীবিত বা মৃত যে অবস্থাতেই হউক এই প্রাসাদে সেই ভয়ানক দস্যুপতি বজ্রবাহুকে আনয়ন কর।”

যে কথা বার্ত্তায় তাঁহার জীবনের সুখ দুঃখ নির্ভর করিতেছিল, সেই কথার এইরূপ হঠাৎ পরিশেষ হওয়ায়, তরুণসেন চমকিয়া উঠিলেন; তাঁহার মুখ শুকাইয়া গেল।

অবশেষে তিনি ক্ষুব্ধভাবে কহিলেন “মহারাজ, আপনিতো জ্ঞাত আছেন যে——”

রাজা উত্তর করিলেন “হাঁ আমি বিলক্ষণ জ্ঞাত আছি যে বজ্রবাহুকে ধরিয়া আনিতে বলা সাধারণ কার্য্যের ভার দেওয়া নয়। এই দুরাচার যেন স্বয়ং পিশাচপ্রধানের সহিত যোগ করিয়াছে; সর্ব্বত্র বর্ত্তমান আবার কোথাও নাই; অনেকে উহাকে দেখিয়াছে কিন্তু কেহই জানে না। ইহার নাম শুনিলে উজ্জয়িনীর অতিসাহসী অধিবাসিদিগেরও হৃৎকম্প হয়; আমি নিজ সিংহাসনে বসিয়াও উহার তরবারি হইতে নিরাপদ নই! অতএব তরুণসেন! আমি তোমার নিকট যে কত অধিক চাহিতেছি তাহা বেশ জানি। কিন্তু ইহাও জানি যে তোমাকে কত অধিক দিতে চাহিতেছি। বজ্রবাহুর সঙ্গে সমকক্ষ যদ্যপি কেহ লোক থাকে, সে লোক তুমি। এক্ষণে উত্তর দাও।”

তরুণসেন নিঃশব্দে গৃহমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। বড় কঠিন কার্য্যের প্রস্তাব হইয়াছিল ; কিন্তু লাবণ্যবতী পুরস্কার ! তিনি একবার সেই প্রণয়ের বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন এবং যত কেন কঠিন ব্যাপার হউক না স্বীকার করিতে আর ইতস্তত রহিল না।

তিনি রাজার দিকে অগ্রসর হইলেন।

বীর। "তবে তরুণসেন, কি স্থির করিলে ?"

তরুণ। "যদি আমি বজ্রবাহুকে আপনার হস্তে সমর্পণ করি, আপনি প্রতিজ্ঞা করিতেছেন যে, লাবণ্যবতীর সহিত আমার বিবাহ নিশ্চয় দিবেন ?"

বীর। "হাঁ অবধারিত ; কিন্তু কার্য্য অসম্পন্নে নয়।"

তরুণ। "তবে আমাকে আপনার এই রাজকীয় বাক্য প্রদান করিলেন যে একবার বজ্রবাহুকে আপনার হস্তগত করিয়া দিতে পারিলে আমি অবাধে লাবণ্যবতীর স্বামী হইব ?"

বীর। "আমি দিব্য করিতেছি, হয় জীবিত কিম্বা মৃত বজ্রবাহুকে আমার ক্ষমতার অধীনে প্রদান কর, তাহা হইলে লাবণ্যবতীর সহিত তোমার বিবাহের আর কিছুমাত্র বাধা নাই।" ইতিমধ্যে গদাধরজী দেবের মন্দিরের ঘড়িতে ৫টা বাজিয়া গেল।

তরুণসেন কহিলেন "সময় বহিয়া যাইতেছে, এখন কাল বিলম্ব উচিত হয় না। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এই প্রাসাদের ভিতর আমি সেই ভয়ানক দস্যু বজ্রবাহুকে আনিয়া দিব।"

বীরবাহু ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন "অহে যুবক, আপন প্রতিজ্ঞা বিষয়ে ওরূপ অসঙ্কুচিত হইও না, সম্পন্ন করিতে পারিলে প্রতিজ্ঞার গৌরব।"

তরুণ। (গম্ভীর ও দৃঢ়ভাবে) "কার্য্যতঃ যাহাই ঘটুক, হয় আমি

আমার কথা রক্ষা করিব নয় আপনার আলয়ে আর প্রবেশ করিব না। আমি ঐ দুরাচারের কিছু সন্ধান পাইয়াছি, এবং বোধ হয় কল্য এই স্থানে ও এই সময়ে আপনাকে এক হাস্যপ্রধান নাটকের অভিনয় দেখাইয়া সন্তুষ্ট করিব; কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে যদ্যপি করুণরসপ্রধানই হইয়া পড়ে, সে জগদীশ্বরের ইচ্ছা।”

বীর। অধিক ব্যস্ততা কখনও উপকারী হয় না; অধুনা তোমার জয়ের অনেক বাদ; কিছু কারণ থাকে, দুঃসাহস করিলে তাহাও নষ্ট হইবার সম্ভাবনা।”

তরুণ। “মহারাজ, আমাকে হতসাহস করিবেন না; বরং যাহাতে কার্য্য সফল হইবে আমি আপনাকে তদ্রূপ আশা দিই। আমার সর্ব্বপ্রথম প্রার্থনা এই যে, কল্য আপনি রাজবাটীতে উৎসবের ও নিমন্ত্রণের হুকুম দিন। কাল বৈকালে ঠিক এই ঘণ্টায়, এই ঘরে আমি উজ্জয়িনীর তাবৎ প্রধান প্রধান ব্যক্তি কি স্ত্রী কি পুরুষ, একত্র দেখিতে চাই। কারণ যদিই আমার কার্য্য সুসম্পন্ন হয়, আমি আমার মহৎ কার্য্যের দর্শক প্রার্থনা করি, সন্দেহ নাই।”

বীর। “আচ্ছা তাহারা সকলেই আসিবে।”

তরুণ। “আমি ইহাও অবগত হইয়াছি যে গুণধরের মৃত্যুর পর হইতে আপনি ধর্ম্মাধ্যক্ষ শান্তিধরের প্রতি নীরাগ হইয়াছেন; এবং শান্তিধর আপনাকে বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, ধনেশ সুরেশ ও ঐ দলের যাবৎ ভদ্র লোকের বিপক্ষে গুণধর আপনার নিকট যে কুৎসা করিতেন, তাহা অমূলক। সংপ্রতি আমি বাহিরে গতাগতি দ্বারা এই যুবকসম্প্রদায়ের বড় সুখ্যাতি শুনিয়াছি, সুতরাং তাহারা আমার মহৎ কার্য্য দেখিয়া শ্রদ্ধা করে ইহাও আমার বাসনা। অতএব যদ্যপি আপনার আপত্তি না থাকে ঐ দলের সকলকে নিমন্ত্রণ করুন।”

বীর। "তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর।"

তরুণ। "আর এক কথা, যাহা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিলাম। সমস্ত লোক একত্রিত হইবার পূর্ব্বে কেহ যেন এই আমন্ত্রণের হেতু না জানিতে পারে। তৎপরে প্রাসাদের চতুর্দ্দিকে যেন প্রহরী নিযুক্ত হয়; অধিক কি, এই সভাগৃহের দ্বারদেশেও প্রহরী রাখা বিধেয়। কারণ সেই বজ্রবাহু এত ভয়ানক হতভাগ্য যে তাহার রক্ষায় উপযুক্ত আয়োজন করাই ভার। প্রহরীদের বন্দুক যেন ভরা প্রস্তুত থাকে; আর সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান বিষয় এই যে প্রহরীদের উপর অতি কঠিন হুকুম রাখা হয় যে, যেন তাহারা সকলকেই প্রবেশ করিতে দেয়, কিন্তু কাহাকেও ঘরের বাহিরে যাইতে না দেয়।"

বীরবাহু। "এ সমস্তই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে করা যাইবে।"

তরুণ। "তবে আর আমার কোন বক্তব্য নাই। মহারাজ! বিদায়, লাবণ্যবতি! কাল যখন ঘড়িতে পাঁচটা বাজিবে হয় তখন আবার দেখা হবে, নয়তো এজন্মে এই পর্য্যন্ত!"

এই বলিয়া তিনি গৃহ হইতে দ্রুতবেগে বহির্গত হইলেন। বীরবাহু সন্দেহ ভাবে ঘাড় নাড়িতে লাগিলেন; লাবণ্যবতীর নয়নে অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল।

তৃতীয় অধ্যায়।

মধ্যরাত্রির সভা।

ধর্ম্মাধ্যক্ষ শান্তিধরের ভবনে ষড়যন্ত্রের প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা একত্র হইয়াছে, এমন সময় ধনেশ "ক্যাবাত হায় ক্যাবাত হায়!" বলিতে বলিতে তথায় দ্রুতপদে উপস্থিত হইল। "ক্যাবাত হায়!

জয়। আমাদের কুচপরোয়া নাই! আমাদের কাজ কি দস্যুর মতই চল্‌চে! আজ প্রাতে তরুণসেন সহরে এসেছে, এবং বজ্রবাহুকেও ইতিপূর্ব্বেই তাহার প্রার্থনা মত টাকা দেওয়া হয়েছে।"

শান্তিধর। "তরুণসেনটা লোক কাঁচা নয়; আমার বরং ইচ্ছা সে আমাদের দলে থাকিত! সে বড় হুঁশিয়ার।"

নবমিশ্র। "ওরূপ চালচুলোহীন উদাসীন বেটাদের একটু সাবধান থাকাই যে চাই; অর্থাৎ অন্যে না বিদ্যা বুঝিয়া লয়।"

চন্দ্রনাথ। "আমার বোধ আছে যে লাবণ্যবতী এই সিন্ধুদেশীকে বড় কুনজরে দেখেনা।"

ধনেশ। "ওঃ! কাল্‌ দিনটা অপেক্ষা কর, পরে দেখ্‌বে সে চাই যমরাজার মায়ের সঙ্গে প্রণয় করুক। কারণ বজ্রবাহু কাল্‌ তার ঘাড় মট্‌কাবে তার আর কথা নাই।"

চন্দ্রনাথ। "কি আশ্চর্য্য! সিন্ধুদেশে পর দ্বারা এত অনুসন্ধান করিয়াও আমি এই তরুণসেনের কোন পরিচয় স্থির কর্ত্তে পারিলেম না।"

শান্তিধর। "কাল রাজবাড়ী কি তোমাদের সকলেরই নিমন্ত্রণ?"

সুরেশ। "হাঁ সকলেরই হয়েছে কাহারও বাদ পড়ে নাই।"

শান্তি। "তবু ভাল; তিন বেটা মন্ত্রী যাওয়ার পর রাজা আমার সুপারিশ একটু একটু শুনুচে দেখ্‌চি। বৈকালে বুঝি নাচ একটা হবে, রাজ বাড়ীর গোমস্তা তাই বলেছিল না?"

চন্দ্রনাথ। "হাঁ তাই বল্‌ছিল।"

গুনেশ। "কে জানে! এর মধ্যে কোন কৌশল না থাকে!— রাজাতো আমাদের ষড়যন্ত্রের কোন সন্ধান পায় নি?"

শান্তি। "অসম্ভব! আমাদের অভিপ্রায় কিরূপে রাজা জানিতে পারিবে?

গুনেশ। "যখন এত বাজে লোকে জেনেছে তখন রাজার জানা বিচিত্র কি ?"

স্নুরেশ। "অরে নির্ব্বোধ! ব্যভিচারিণীর স্বামীর যে অবস্থা ঘটেছে ; যাহার মাথায় শিং থাকে সে নিজে কি তা দেখ্‌তে পায়? কিন্তু তবু এ কথা স্বীকার করি, যে, এখন আমাদের কার্য্য শেষ করার পুরো সময়, এখন যাতে না ঠকি এইরূপে চলাই ভাল।"

চন্দ্র। বন্ধু! ঠিক বলেছো ; সব প্রস্তুত, এখন যত শীঘ্র আঘাত মারা যায় ততই ভাল।"

ধনেশ। "অধিক কি যে সকল ব্যক্তিরা রাজার উপর বিরক্ত, আমাদের পক্ষ, তাদের আন্তরিক ইচ্ছা যে অদ্য রাত্রেই এই কৌতুক আরম্ভ হয় ; বিলম্বে ক্রমশঃ বীরবাহুর উপর তাদের রাগ পড়ে যাবে এবং তাহা হইলে তাদের দ্বারা আমরা কাজ পাইব না।"

স্নুরেশ। "তবে এককালে আমরা খেলা সাঙ্গ করি, কল্যই দিন ধার্য্য হউক। রাজার ভার আমার উপর দাও ; অন্ততঃ আমি তাহার বক্ষে আমার তরবার বসাইব, পরে যাহা হয় হউক, দুই রকমের এক রকম ঘটিবে ; হয় আমরা চারি দিকে গোলমাল ও বিশৃঙ্খলা বটাইয়া আপনাদিগকে ক্লেশ ও উদ্বেগ হইতে উদ্ধার করিব ; নয় অনুকূল বায়ুর সাহায্য লইয়া এই হতভাগ্য জগৎ হইতে দ্বিতীয়ের জন্য পাল তুলিব।"

ধনেশ। "বন্ধুগণ আমার কথা শুন ; রাজবাড়ী নিমন্ত্রণে আমরা অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া যাইব।"

শান্তিধর। "সেনানীদলের সকলগুলিই নিমন্ত্রিত হইয়াছে।"

চন্দ্রনাথ। তাদের প্রত্যেককেই উচ্ছন্ন দাও।"

গুণেশ। "তা বটে কথায় বেশ বল্‌লে! কিন্তু মনে কর উচ্ছন্ন যদি আমরাই যাই?"

চন্দ্রনাথ। "অরে সফেদ পোশ গর্দ্দভ! তুই তবে বাড়ী বসে থাকিস্, এবং তোর বৃথা জীবন রক্ষা করিস্। কিন্তু আমাদের চেষ্টা যদি সফল হয় তবে যেন আবার আসিয়া, যে টাকা দিয়াছিস, তাহা ফেরত চাহিস্ না। নিশ্চয় জানিস্ তার এক টাকাও ফেরত পাবি না।"

গুণেশ। "চন্দ্রনাথ, তুমি অন্যায় ভৎসনা করিলে; যদি আমার সাহস পরীক্ষা করিতে চাও তুমিও তরবার খোল আমিও খুলি; তবে ঈশ্বর কৃপায় আমি ওরূপ গোঁয়ার নই।"

শান্তি। "তা যদি আমাদের আশা অনুরূপ ফল ফলে, অর্থাৎ রাজার মরণান্তে লোকেরা গোলমাল করে, করুক; দণ্ডী স্বামীর সাহায্যে আমাদের কার্য্য দুষ্য বলিয়া গণ্য হইবে না। ব্যবস্থার জোগাড় আছে।"

গুণেশ। "কাশীধামস্থ ধর্ম্ম রক্ষিণীপতি? তিনি কি যথার্থই আমাদের পক্ষ?"

শান্তি। (তাহাকে এক খান পত্র ফেলিয়া দিয়া) "পড়িয়া দেখ নাস্তিক! আমি বলিতেছি যে ধর্ম্ম সভার অধ্যক্ষ নিশ্চয় আমাদের সাহায্য করিবেন; কারণ আমাদের এ কার্য্যের এক সর্ত্তই এই যে উজ্জয়িনীতে ধর্ম্ম সভার একটী শাখা ও তাহার বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া। গুণেশ, তুমি আর তোমার ঐ সন্দেহ গুলি দ্বারা জ্বালাতন করিও না, চন্দ্রনাথের অভিমত কার্য্য এক কালীন আরম্ভ করিয়া দাও। ধনেশের বৈঠক খানায় যত শীঘ্র সম্ভব আমাদের দলভুক্তদিগকে একত্র করিয়া আবশ্যকমত অস্ত্র শস্ত্র দিয়া সজ্জিত করিতে হইবে। যেই রাত দুই প্রহর বাজিবে অমনি

সুরেশ নাচ ঘর হইতে বাহির হইয়া মেগেজিন দখল করিতে যাইবে; সেখানকার প্রধান কর্ম্মচারী অজয় সিং আমাদের লোক, সংকেত মাত্র সে দরজা খুলিয়া দিবে।"

চন্দ্র। "সেনানী যোধসিং বিদ্রোহের ঘণ্টা ধ্বনি শ্রবণ মাত্র আপন দল বল লইয়া আমাদের পক্ষে যোগ দিবে।"

ধনেশ। "অহো! তবে আমাদের কার্য্য নিশ্চিত সফল।"

সুরেশ। "কেবল এই টুকু সতর্কতা চাই যে গোলমালটা খুব সর্ব্বব্যাপী হয়; শত্রু পক্ষ না জানিতে পারে যে, তাহাদের শত্রু কে এবং মিত্র কে এবং আমাদের দলস্থ ভিন্ন অন্য কেহ না জানিয়া উঠিতে পারে যে, এই মহা গোলের কর্ত্তা কে এবং মূল ও অভিপ্রায় বা কি।"

ধনেশ। "ঈশ্বরের দিব্য, আমাদের কাজ যে এত এগিয়েছে, এতে আমি বড় আহ্লাদিত আছি।"

চন্দ্র। "ধনেশ, আমাদের দলের চিহ্ন স্বরূপ সাদা ফিতা সকলকে বিলি করা হইয়াছে তো?"

ধনেশ। "তা অনেক দিন হয়েছে।"

সুরেশ। "তবে আর কাজের বিষয়ে কিছু বাঁকী নাই; এখন এস ভাই সকল মাল নাও; কার্য্য সমাপ্তির মধ্যে আর আমরা এরূপ একত্রে মিস্‌ছি না।"

গুণেশ। "তত্রাচ আমার যেন বোধ হয় যে বিষয়টা আর এক বার স্থির চিত্তে দেখা ভাল ছিল।"

সুরেশ। "চুপ্! বিবেচনা ও বিজ্ঞতা বিদ্রোহের পক্ষে কিছু নয়, বরং এবিষয়ে হতাশতা ও গোঁয়ারতুমি অপেক্ষাকৃত উত্তম উপদেষ্টা। একবার কাজ আরম্ভ হয়ে গেলে, একবার উজ্জয়িনীর রাজ্য শাসন ছিন্ন ভিন্ন করিলে, তৎপরে বিবেচনার দরকার বটে,

তখন দেখিতে হইবে যে, গোলযোগটা কতদূর পর্য্যন্ত ঠেলিয়া লইয়া যাওয়া দরকার। আপাততঃ ভাই সকল ঢালিতে থাক, ঢাল বেশ করে, আমি বল্‌চি। একটা কথা মনে হয়ে হাঁসি আস্‌ছে, রাজা কাল নিজ বাটীতে সকলকে নিমন্ত্রণ কোরে আমাদের কার্য্য-সিদ্ধির একটা সুন্দর জোগাড়ই করে দিলে দেখচি।"

ধনেশ। "তরুণসেনকে আমিতো ইতি পূর্ব্বেই মৃত্যু শয্যায় দেখেচি; তত্রাচ কাল রাজ বাটী যাওয়ার আগে বজ্রবাহুর সঙ্গে একবার পরামর্শ করা চাই।"

সুরেশ। "সে ভার, ধনেশ, তোমার উপর রহিল। এক্ষণে বজ্রবাহুর নামে এক বার হরি হরি বোল।"

সকলে। "বজ্রবাহুর নামে হরি হরি বোল!"

শান্তি। "আর কল্যকার আমাদের কাজের সিদ্ধির প্রতি এক বার হরি হরি বোল।"

গুণেশ। "এতে আমারও সম্পূর্ণ মত।"

সকলে। "কল্যকার কার্য্যের সিদ্ধির প্রতি হরি হরি বোল!"

ধনেশ। "মদটা বেশ লাগছে, সকলেরই মুখ প্রসন্ন দেখাচ্চে। এরপর আট চল্লিশ ঘণ্টা যাউক—তৎপরেও কি সব এইরূপ খুসী দেখাবে? হাঁসিতে হাঁসিতে আমরা পরস্পর বিদায় হচ্চি, যখন আবার দুরাত্রি পরে ফের মিলিব তখনও কি হাঁসিব? কুচ্ পরোয়া হ্যায় নেই।"

চতুর্থ অধ্যায়।

ধার্য্য দিন।

পর দিন প্রাতঃ কালে সহরে সমস্ত বস্তুই এরূপ স্থির ভাবাপন্ন দৃষ্টি গোচর হইতে লাগিল, যে যেন গোলমালের কোন আশঙ্কাই ছিল না; কিন্তু বস্তুতঃ রাজ্যের প্রথম সংস্থাপন অবধি ওরূপ আবশ্যকীয় দিন উজ্জয়িনীতে একটীও হয় নাই।

রাজার পূর্ব্ব রাত্রে নিদ্রা হয় নাই; প্রত্যূষে তিনি শয্যা ত্যাগ করিলেন। লাবণ্যবতী সমস্ত রাত্রি কেবল তরুণসেনকে স্বপ্ন দেখিয়া ছিলেন, নিদ্রা হইতে উঠিয়াও তাঁহার সে ঘোর যায় নাই। সে দিন কয়েক ঘণ্টার জন্য লাবণ্যবতী বড়ই প্রফুল্লিত হইলেন; কিন্তু দ্বিপ্রহর গতে তাঁহার আর সে ভাব রহিল না; তিনি ব্যস্ত-পদে গৃহে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে প্রতি ঘণ্টায় তাঁহার হৃদয় অধিকতর চঞ্চল হইতে লাগিল এবং আগামী অভিনয়ে কি ফল দাঁড়ায়, ভাবিয়া অস্থির হইলেন।

উজ্জয়িনীর যাবতীয় অতি প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ ইতি পূর্ব্বেই রাজ প্রাসাদে আগত হইয়াছিলেন এবং রাজা সাবিত্রীকে আদেশ করিলেন যে, লাবণ্যবতীকে সজ্জিতা করিয়া সভাগৃহে লইয়া যাওয়া হয়।

সভাগমনের পূর্ব্বে, লাবণ্যবতী দেবীর মন্দিরে গমন পূর্ব্বক সাষ্টাঙ্গ প্রণাম পূর্ব্বক করপুটে প্রার্থনা করিলেন "হে বিপদ নাশিনি! অদ্য আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, আজি যেন আমার মনোরথ অনুকূলে সমস্ত সুসম্পন্ন হয়।"

নিতান্ত উদ্বিগ্ন হৃদয়ে সাবিত্রীর সহিত তিনি সভা গৃহে,

প্রবেশ করিলেন। তরুণসেন তখনও উপস্থিত হন নাই।

সভা খুব জাঁকালো হইয়াছিল; কথাবার্ত্তা খুব আমোদে চলিতেছিল। তৎকালিক রাজ্য তন্ত্র ও হিন্দুস্থানের ঘটনা পরম্পরার বিষয়ে বাদানুবাদ হইতে লাগিল। ধর্ম্মাধ্যক্ষ ও সুরেশ রাজার সহিত কথোপকথন করিতে ছিল, গুণেশ ধনেশ এবং চন্দ্রনাথ একত্রে নিস্তব্ধ দণ্ডায়মান ছিল, এবং রাত্রে যে কর্ম্ম সম্পাদিত হইবে তাহারই অনুশীলন করিতে ছিল।

সে দিন আকাশের অবস্থা বড় মন্দ ছিল। চতুর্দ্দিকে মেঘান্ধকার ও ঝড়। নদীর উপর বাতাসের বড়ই শব্দ হইতেছিল, এবং বাতাসের জোরে উপর তালার জানালা সমুদয় মড়্ মড়্ শব্দ করিতেছিল। এক ঝড় বৃষ্টি না থামিতে, পুনরায় ঝড় বৃষ্টি উপস্থিত হইতে লাগিল। ঘড়িতে বেলা চারিটা বাজিল। লাবণ্যবতীর মুখ, আরও শুকাইয়া গেলে। বীরবাহু তাঁহার গোমস্তার কর্ণে কিছু চুপে চুপে কহিলেন। কয়েক মুহূর্ত্ত মধ্যেই অস্ত্রধারী পুরুষগণের সভাগৃহ দ্বারে আসার পদ শব্দ শ্রুত হইল; পরে অস্ত্র শস্ত্রের খট্‌মট্ শব্দও শুনিতে পাওয়া গেল। তৎক্ষণাৎ সভামধ্যে একটা নিস্তব্ধতা ঘটিল।

নব্য পারিষদেরা হঠাৎ আপন আপন প্রেমের গল্প বন্ধ করিলেন; রমণীরা নূতন ধরণের পোশাক ও গহনার উপর সমালোচনা স্থাপিত রাখিলেন; রাজনীতিজ্ঞ দিগের বার্ত্তা শাস্ত্রের বাদানুবাদ শেষ হইল, এবং সকলেই অবাক্ ও উদ্বিগ্ন হইয়া পরস্পরের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

রাজা আস্তে আস্তে সভার মধ্যস্থলে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সকলেই তাঁহার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল। ষড়্‌যন্ত্র কারক দিগের বুক দুড়্ দুড়্ করিতে লাগিল।

রাজা কহিলেন "বন্ধু সকল, তোমরা এই নূতন প্রকার সাবধানতায় কিছু মাত্র উদ্বিগ্ন হইও না; এই সমাজের আমোদের বিঘ্ন করার সঙ্গে উহার কিছুমাত্র সংস্রব নাই। তোমরা সকলেই দস্যু বজ্রবাহুকে বেশ জানো, যে প্রধানযাজক গুণধরকে হত্যা করতঃ আমার বন্ধু ও অমাত্য সুবুদ্ধি ও যশঃপ্রিয়কে বধ করিয়াছে, এবং সংপ্রতি আমার অতিথি সুবিখ্যাত রাজপুত্র জয়পালও যাহার হস্তে জীবন হারাইয়াছেন। এই নৃশংস, নগরীর সচ্চরিত্রব্যক্তিমাত্রেরই ঘৃণ্য এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছুই দৃষ্টি করে না এবং এপর্য্যন্ত আমাদের রাজ্যের সহিত লড়িতেছে; এই, নরকনির্ব্বাসিত দুরাত্মা, আর এক ঘন্টার মধ্যে হয় তো এই গৃহে তোমাদের সমক্ষেই এখনই দাঁড়াইবে।"

সকলে (সবিস্ময়ে)। "বজ্রবাহু? সেকি! দস্যু বজ্রবাহু?"

শান্তিধর। "স্ব ইচ্ছায় আসিবে?"

বীরবাহু। "না স্বেচ্ছায় নয়; সিন্ধুদেশীয় তরুণসেন এরাজ্যের উপকারার্থ এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, যে প্রাণপণ করিয়া যেরূপে হউক এই বজ্রবাহুকে গ্রেপ্তার করতঃ এই সভাগৃহে উপস্থিত করিবেন।"

এক জন সভ্য। "সে কাজ বড় কঠিন কথা! আমার সন্দেহ হয়; তরুণসেন প্রতিজ্ঞা রাখিতে পারেন কি না?"

অপর একজন। "কিন্তু করিয়া উঠিতে পারিলে রাজ্যের একটা কম উপকার করা নয়।"

তৃতীয়। "তাহা হইলে আমরা সকলেই তরুণসেনের নিকট ঋণী; এবং এত মহৎ উপকারের উপযুক্ত পুরস্কার তরুণসেনকে কি দেওয়া যায় তাহারও নির্ণয় করা যাইতেছে না।"

বীরবাহু। "সে ভার আমার। তরুণসেন আমার ভাতৃজার

পাণিগ্রহণাকাঙ্ক্ষী; যদ্যপি আপন প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিতে পারেন, লাবণ্যবতীকে পুরস্কার পাইবেন।" সকলে নিস্তব্ধভাবে পরস্পর মুখ তাকাতাকি করিতে লাগিল, কাহারও মুখে অকৃত্রিম সন্তোষের ভাব কাহারও ঈর্ষ্যা ও কাহারও বিস্ময় ভাব।

চন্দ্রনাথ (জনান্তিকে)। "ধনেশ, শেষটা দাঁড়ায় কি?"

গুণেশ। "অবস্থাটা ভাবিয়াই যেন আমার জ্বর আস্‌চে!"

ধনেশ (ঘৃণাসূচক হাস্যের সহিত)। "বজ্রবাহু সহজেই ধরা দিবার লোক কিনা!"

চন্দ্রনাথ। "ভাল, মহাশয়ের দের সকলকেই জিজ্ঞাসা করি, কেহ কখন কি এই বজ্রবাহুকে স্বচক্ষে দেখেছেন?"

অনেক গুলি পারিষদ (একবাক্যে)। "আমি নয়, কখনও দেখিনি।"

এক জন সভ্য। "সে এক প্রকার ভূতের মত, যখন তাহাকে চিন্তা ও ইচ্ছা করা না যায় তখনই এক আধবার দেখা দেয়।"

লাবণ্যবতী। "আমি তাকে কেবল একবার দেখেছি; সে রাক্ষসকে আর কখনও ভুলবো না।"

বীরবাহু। "আর আমার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হওয়ার বিষয় সকলেই জানে, সুতরাং আর কি কহিব।"

গুণেশ। "আমি এই দুরাত্মার বিষয় হাজারও গল্প শুনেছি, একটা অন্যটার অপেক্ষাও আশ্চর্য্য। আমারতো বোধ হয় এই পাপিষ্ঠ স্বয়ং শয়তানের অবতার, আমার বিবেচনায় তাহাকে এর মধ্যে আনাই কিছু নয়; চাইকি সে একে একে আমাদের সকল গুলির গলা টিপিয়া মারিয়া যাইতে পারে, কোন বাধা নাই।"

অনেকগুলি রমণী (কাতরস্বরে)। "কি সর্ব্বনাশ! বলো কি? এই ঘরের মধ্যেই আমাদের গলা টিপে মেরে যাবে?"

সুরেশ। "আসল কথা এখন এই হচ্চে, যে তরুণসেন তাকে হারায় কি সে তরুণসেনকে। আমিতো বাজী রাখ্‌তে পারি, তরুণসেন কখনও কাজ করে আসতে পারবেনা।"

এক জন পারিষদ। "আমিও বলছি, উজ্জয়িনীর মধ্যে বজ্রবাহুকে গ্রেপ্তার করে এমন লোক যদি এক জন থাকে তবে সে কোশলবাসী তরুণসেন। তরুণের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ দিনেই বলিয়া রাখিয়াছি যে, এ ব্যক্তি কোন না কোন দিন একটা ভারী কাজ কর্‌বেই কর্‌বে।"

অপর এক জন। "মহাশয় আমারও ঐ মত প্রথম আলাপেই তরুণসেনকে বড় লোক বলে বোধ হয়েছে।"

সুরেশ। "আচ্ছা হাজার মোহর বাজী; বজ্রবাহু কখন ধরা দিবেনা—তবে যদি মৃত্যুর পর।"

প্রথম সভ্য। "হাজার মোহরই; তরুণসেন তাকে ধর্‌বে—।"

রাজা। "এবং হয় মৃত নয় জীবিত আমার সমক্ষে পৌঁছাবে।"

সুরেশ। "সমাগত ভদ্রগণ; তোমরা এই বাজীর সাক্ষী ধনপতি সিং তবে এস, বাজীতে এক হাজার মোহর!"

উক্ত সভ্য। "আচ্ছা মঞ্জুর।"

সুরেশ (হাঁসিয়া)। "মোহরের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ দিই কারণ আমার ও তো জিতের মধ্যে। তরুণসেন খুব চতুর লোক সন্দেহ নাই, কিন্তু নিজের পক্ষে তাঁহার একটু সাবধান থাকাও আবশ্যক। কারণ এই বজ্রবাহু দুই একটা বড় চমৎকার কৌশল জানে যাহা বড়ই ভয়ানক।"

শান্তি। "মহারাজ, তরুণসেন কি অস্ত্রধারী লোক জন সঙ্গে লইয়া গিয়াছেন?"

বীর। "না, একাকী গিয়াছে; প্রায় চল্লিশ ঘণ্টা হইল দস্যুর অনুসন্ধানে বাহির হইয়াছেন।"

শান্তি। (সুরেশের প্রতি সানন্দে) "মহাশয়, আপনার হাজার মোহর খাটি লাভ।"

সুরেশ। (মস্তক নত করিয়া) "আপনার মুখ হইতে যখন এরূপ কথা বাহির হইয়াছে, তখন আর সন্দেহ নাই।"

গুণেশ। "আমার এখন ক্রমশঃ বুদ্ধি স্থির হচ্চে; দেখা যাউক শেষ কি দাঁড়ায়।"

তরুণসেন দুঃসাহসিক প্রতিজ্ঞা সম্পাদনে বহির্গত হওয়ার পর ... ঘণ্টা অতীত হইয়া গেল। চতুর্বিংশ ঘণ্টাও সমাপ্ত হইবার কাল বিলম্ব রহিল না; কিন্তু তখনও তরুণসেনের দেখা নাই।

পঞ্চম অধ্যায়।

ঘড়ীতে পাঁচ বাজিল।

রাজা উৎকণ্ঠিত হইলেন। পারিষদ ধনপতি সিং তাঁহার হাজার মোহরের জন্য কাঁপিতে আরম্ভ করিলেন। সুরেশ গম্ভীর ভাবে কহিতে লাগিল "হাজার কেন যদি বিশ হাজার হারি সেও ভাল; তবু বজ্রবাহু ধরা পড়িয়া উজ্জয়িনী আপদশূন্য হউক। বাজী হারায় ক্ষতি নাই।" চক্রান্তকারীরা অবজ্ঞাসূচক হাস্য করিতে লাগিল।

লাবণ্যবতী বলিয়া উঠিলেন "ঐ শুন! ঘড়িতে পাঁচ বাজিয়া গেল!" সকলেই সেই গদাধর জীর মন্দিরের ঘড়ীর শব্দ একটী করিয়া গণিতে ও কাঁপিতে লাগিল। সাবিত্রী না ধরিলে, লাবণ্য-

বতী মূর্চ্ছিতা হইয়া মৃত্তিকাতেই পতিত হইতেন। নিয়মিত সময় অতীত হইল, তবু তরুণসেন আসিলেন না।

উপস্থিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে কতকগুলি দল বাঁধিয়া অস্পষ্ট কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলেন; কতক উদ্বিগ্ন পদে ঐ বিস্তৃত গৃহের মধ্যে ইতস্তত সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন। সকলেরই ইচ্ছা প্রফুল্লভাব ধারণ করেন, কিন্তু কেহই তাহা পারিলেন না। এই রূপে আর এক ঘণ্টা অতীত হইল, কিন্তু তথাচ তরুণসেন আসিলেন না।

সুরেশ। "তরুণসেন না ৫টার সময় বজ্রবাহুকে আনার কথা বলিয়া গিয়াছেন? তার সময় উত্তীর্ণ হইয়াওতো ফের পূরো এক ঘণ্টা গেল।"

ধনপতি সিং। "একমাস যাউক তাহাতেও হানি নাই, লোকটা আনিতে পারিলেই হয়।"

এই কথা সমাপ্ত হইতে না হইতেই কবাটদ্বয় উদ্‌ঘাটিত হইল, এবং তরুণসেন বেগে গৃহ প্রবেশ করিলেন। তাঁহার শরীর আপন চোগায় আচ্ছাদিত; কেশপাশ বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল; উষ্ণীশের প্রান্ত সমস্ত হইতে বারি বিন্দু পতিত হইতেছিল; মুখশ্রী বিষণ্ণ; সভাকে অভিবাদন উদ্দেশে মস্তক অবনত করিয়া তিনি চতুর্দ্দিকে ম্লান দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

সকলে তাহার চারি দিকে ঘিরিয়া ধরিল; সকল মুখেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা; সকল দৃষ্টিই তাঁহার মুখের উপর নিক্ষিপ্ত; যেন তিনি না বলিতে বলিতেই উত্তর উপলব্ধি করিয়া লয়।

গুণেশ চেঁচাইয়া কহিল "হা! ঈশ্বর! আমার ভয় হইতেছে বুঝি———।"

সুরেশ দৃঢ়বাক্যে তাহার কথা বন্ধ করিল "থামুন মহাশয়! ভয়ের বিষয় কোন কিছুই ঘটে নাই।"

অবশেষে তরুণসেন বীরের ন্যায় অক্ষুব্ধ ভাবে সভাস্থ সকলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "হে মহামান্য উজ্জয়িনীবাসিগণ! আমার বোধ হইতেছে যে, ইতিপূর্ব্বেই মহারাজ আপনাদিগকে একত্র আহ্বান করার কারণ বলিয়া দিয়াছেন। আমি আপনাদের উদ্বেগ দূর করিবার নিমিত্ত আসিয়াছি। কিন্তু মহারাজ, পুনরায় একবার আমাকে আশা দিউন, যে বজ্রবাহুকে আপনার অধীনে প্রদান করিলেই লাবণ্যবতীকে আমি স্ত্রীস্বরূপ পাইব।"

রাজা (তাঁহার মুখশ্রী সাশঙ্কভাবে পরীক্ষা করিয়া)। "তরুণসেন, তোমার কি কার্য্য সিদ্ধি হয়েছে? বজ্রবাহুকে কি গ্রেপ্তার করেছ?"

তরুণ। "বজ্রবাহুকে যদি গ্রেপ্তার করে থাকি, তবে লাবণ্যবতী আমার পত্নী হন কি না?"

বীর। "বজ্রবাহুকে আনিয়া দাও চাই জীবিত চাই মৃত; এবং লাবণ্যবতী তোমারই হইল। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, এ কথার আর নড় চড় নাই; এবং আরও শপথ করিব যে তাহার যৌতুকও যথেষ্ট দিব।"

তরুণ। "মহামান্য উজ্জয়িনীবাসিগণ! তোমরা রাজার দিব্য শুনিলে?"

সকলে। "হাঁ আমরা তোমার সাক্ষী রহিলাম।"

তরুণ (সাহসিক রূপে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া দৃঢ়স্বরে)। "আচ্ছা তবে এখন বজ্রবাহু আমার আয়ত্তের মধ্যে, তোমাদেরও আয়ত্তের মধ্যে।"

সকলে (গোলমাল করিয়া)। "আমাদের আয়ত্ত সে কোথায়? বজ্রবাহু?"

বীরবাহু। "সে কি জীবিত আছে না মরেছে?"

তরুণসেন। "সে এখনও জীবিত আছে।"

শান্তিধর (ব্যস্তভাবে)। "বেঁচে আছে?"

তরুণ (ধর্ম্মাধ্যক্ষকে বিনীত ভাবে প্রণাম করিয়া)। "আজ্ঞে হাঁ, এখনও জীবদ্দশায় আছে।"

লাবণ্য (সাবিত্রীকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া)। "শুন্‌লে সাবিত্রি! কথাটা শুনলে? দুরাত্মা এখনও বেঁচে আছে! তাহার এক বিন্দু রক্তও তরুণসেনের নিরীহ হস্তকে কলুষিত করে নাই।"

পারিষদ ধনপতি সিং। "সুরেশ ভায়া! আমি হাজার মোহর তোমার নিকট জিতলাম।"

সুরেশ। "আজ্ঞে সেইরূপ ভাবটাই তো লাগ্‌ছে।"

বীর। "বৎস তুমি এই দেশকে চিরঋণে আবদ্ধ করলে, বিশেষ আহ্লাদের বিষয় যে তরুণসেন দ্বারা এমত মহৎ কার্য্য সিদ্ধ হইল।"

ধনপতি। "মহাত্মন্ সিন্ধুবাসি! আমিও এই রাজকীয় সভার প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া তোমাকে এই বীরত্ব কার্য্যের সম্পাদন জন্য ধন্যবাদ দিই। আমাদের প্রথম চেষ্টা এই হইবে যে তোমার গুণের উপযুক্ত একটা পুরস্কার নির্ণয় করিয়া তোমাকে দিব।"

তরুণ (লাবণ্যবতীর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া)। "আমার প্রার্থিত পুরস্কার ঐ দণ্ডায় মান।"

বীর। "ও পুরস্কার তোমারই হয়েছে। এক্ষণে সে কুকুরকে কোথায় রেখে এলে? বৎস! এখানে তাহাকে লইয়া এস, আমি একবার তাকে দেখি। আমার সঙ্গে তার শেষ দেখার সময় দুরাত্মা বলেছিল 'রাজা আমি তোমার সমান; এই ক্ষুদ্র কুঠরীতে এক্ষণে উজ্জয়িনীর দুই প্রধানতম ব্যক্তি বিদ্যমান।' এখন দেখা যাউক এই অপর প্রধান ব্যক্তিকে বন্দীবেশে কেমন দেখায়।"

দ্বিতীয় বা তৃতীয় সভ্য। "সে কোথায়? তাহাকে এখানে লয়ে এস।" এই প্রস্তাবে অনেকানেক রমণী চীৎকার করিয়া উঠিলেন "ঈশ্বরের দোহাই! ঐ রাক্ষসকে এখানে আনিওনা; তাহার দর্শনে নিশ্চয় আমি হতজ্ঞান হয়ে পড়বো!" তরুণসেন একটু হাসিয়া বরং ম্লান ভাবে কহিলেন "রমণীগণ, তোমাদের কিছুমাত্র ভয়ের বিষয় নাই। বজ্রবাহু তোমাদের কোন অনিষ্ট করিবে না; তবে তার এখানে আসার দরকার এই যে 'দস্যু কান্তাকে' প্রার্থনা করিবে।" এই বলিয়া তিনি লাবণ্যবতীর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলে যুবতী ঈষৎ হাস্য করিলেন।

চন্দ্রনাথ। "বজ্রবাহু কি এই প্রাসাদেই এসেছে?"

তরুণ। "হাঁ এসেছে।"

ধনপতি সিং। "তবে তাকে আনচোনা কেন? আমাদের ধৈর্য্য লইয়া এতক্ষণ তামাসা কর্‌চো কেন?"

তরুণ। "ধৈর্য্য ধরুন! এক্ষণে খেলা আরম্ভ হওয়ার সময় হয়েছে। মহারাজ আসন গ্রহণ করুন; আর আর সকলে রাজার পশ্চাতে শ্রেণী বদ্ধ হইয়া বসুন! বজ্রবাহু এই আসে!"

এই বাক্য শ্রবণ মাত্র কি বৃদ্ধ কি যুবা কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলেই নক্ষত্র বেগে বীরবাহুর পশ্চাতে গিয়া আশ্রয় লইল। সকলের মনেই ব্যগ্রতা দপ্ দপ্ করিতে লাগিল, কিন্তু ষড়যন্ত্রকারী দলের লোকেরা এই বজ্রবাহুর আগমন প্রতীক্ষা কাল নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিল।

নিস্তব্ধ ও গম্ভীর মূর্ত্তিতে বীরবাহু সিংহাসনে বসিলেন। বোধ হইল যেন বিচারক দস্যু রাজের উপর দণ্ডাজ্ঞা দিবার জন্য বসিয়াছেন। দর্শকগণ চতুর্দ্দিকে দলে দলে বসিয়া নিঃশব্দে যেন শেষ হুকুম অপেক্ষা করিতে লাগিল। লাবণ্যবতী যেন দেবকন্যার

ন্যায় নিষ্পাপ ও তজ্জন্য নির্ভয় হইয়া তাঁহার সেই বীরনায়কের প্রতি সম্ভক্তি দৃষ্টি অর্পণ করিয়া রহিলেন। ষড়যন্ত্র কারীরা শুষ্ক-মুখে ও দীননয়নে পশ্চাৎ ভাগে হাঁ করিয়া দাড়াইয়া রহিল। সমুদয় নিস্তব্ধ, কাহারও নিশ্বাসের শব্দও শুনা যায় না। তখন তরুণসেন কহিলেন। "এখন তবে সকলে প্রস্তুত হও, সেই ভয়ানক বজ্রবাহু এই মুহূর্ত্তেই তোমাদের সম্মুখে আসিবে, কাঁপিওনা; সে কাহারও অনিষ্ট করিবে না।"

এই বলিয়া তিনি সভা ছাড়িলেন, দরজার নিকট গেলেন, খানিক ক্ষণ অপেক্ষা করিলেন এবং আপন চোগার মধ্যে মুখ ঢাকিলেন। অবশেষে মস্তক তুলিলেন এবং দরজার দিকে হাত বাড়াইয়া "বজ্র-বাহু" বলিয়া ডাকিলেন। সে সময় যে কেহ ঐ আহ্বান শুনিল, কাঁপিতে লাগিল। লাবণ্যবতী যেন মুগ্ধ হইয়া আপন প্রিয়ের দিকে কয়েক পদ গেলেন। দস্যুর আগমন শঙ্কায় তাঁহার কম্প হইতেছিল, কিন্তু নিজের অপেক্ষা তরুণসেনের জন্যই তিনি বেশী উদ্বিগ্ন ছিলেন।

কোশলবাসী পুনশ্চ ক্রুদ্ধ ও উচ্চস্বরে "বজ্রবাহু" বলিয়া আহ্বান করিলেন, আপন চোগা ও উষ্ণীশ ফেলিয়া দিলেন এবং দরজা খুলিবার জন্য যেমন কপাটে হাত দিলেন অমনি লাবণ্যবতীর মুখ হইতে এক ভয়ের চীৎকার নির্গত হইল।

"তরুণসেন দাঁড়াও" এই বলিয়া লাবণ্যবতী যেমন তাঁহার দিকে তাড়াতাড়ি গেলেন অমনি—কি আশ্চর্য্য! তরুণসেন আর সেথায় নাই, তাঁহার পরিবর্ত্তে তাঁহার স্থানে বজ্রবাহু দণ্ডায়মান এবং হো! হো! করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ছায়া বাজি।

তৎক্ষণাৎ এক আর্ত্তনাদে গৃহ প্রতিধ্বনিত হইল। লাবণ্যবতী মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া দস্যুর পতদলে পতিত হইলেন; ষড়যন্ত্রকারীরা ক্রোধ, ভয় ও বিস্ময়ে মৃতবৎ হইল; রমণীরা ইষ্টদেবতার নাম লইতে লাগিলেন; সভ্যেরা প্রস্তরময় মূর্ত্তির ন্যায় আপন আপন স্থানে নিশ্চল রহিলেন; এবং রাজা আপন চক্ষু ও কর্ণের বিষয়ীভূত ব্যাপার গুলিতে সন্দিহান হইতে লাগিলেন।

দস্যু আপন অদ্ভুত ও ভয়ানক বিশ্রীকতার ঐশ্বর্য্যে সজ্জিত হইয়া প্রশান্ত ভৈরব ভাবে সকলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার বেশ প্রকৃত দস্যুর ন্যায়; কটিদেশ পিস্তল ও ছোরায় পরিপূর্ণ; মুখভঙ্গী বিশৃঙ্খল ও পাণ্ডুবর্ণ; ভ্রূযুগ কৃষ্ণ ও রোমশ; অধরোষ্ঠ বিকম্পিত; দক্ষিণ চক্ষু একটা বৃহৎ আবরণে আবৃত; বাম চক্ষুর অর্দ্ধেক স্ফীত জড়িত মাংসে আচ্ছন্ন; সে একবার আপনার চারিদিকে তাকাইয়া দেখিয়া পরে বিমুগ্ধ বীরবাহুর নিকটবর্ত্তী হইল।

"হো! হো!" বজ্রধ্বনিতে সে চীৎকার করিয়া কহিল "তুমি দস্যু বজ্রবাহুকে দেখতে চেয়ে ছিলে না? উজ্জয়িনীর রাজা এই সে হাজির, এবং নিজের বৌ লতে এসেছে।"

বীরবাহু ভীত নেত্রে ঐ ভূতের আদর্শকে দেখিতে লাগিলেন; অবশেষে স্খলিত বচনে কহিলেন "এ সমস্ত কখনই প্রকৃত নয়। নিশ্চয় আমি কোন ভয়ানক স্বপ্ন দেখিয়া ক্লেশ পাইতেছি।"

ইত্যবসরে ধর্ম্মাধ্যক্ষ শান্তিধর "বাহিরের পাহারা সকল!"

এই বলিয়া দরজার দিকে যাইতে উদ্যত, এমন সময় বজ্রবাহু দরজায় গিয়া পিঠ দিয়া দাঁড়াইয়া ধর্ম্মাধ্যক্ষের বক্ষ লক্ষ্য করিয়া এক পিস্তল ধরিল এবং কহিল।

"যে কেহ পাহারা ডাকিবে অথবা আপন জায়গা হইতে এক পা নড়িবে তখনই তাহার মৃত্যু জানিও। নির্ব্বোধগণ! এটা বুঝতে পাচ্ছো না যে যদি পাহারাকে আমি ভয় কর্ত্তেম, তোমাদের ক্ষমতা থেকে পালাবার ইচ্ছা থাকৃতো তাহলে কি এ অবস্থায় আট ঘাট বন্দী হয়ে তোমাদের কাছে এসে নিজে ধরা দিতাম? না না আমি ধরা দি ইটি তাহাতে আমি সন্তুষ্টই কিন্তু বলপূর্ব্বক দেই নাই! ধরা আমি ইচ্ছা করে দিলাম এবং সেই মতলবেই এসেছি। বজ্রবাহুকে ধরিয়া কীর্ত্তি লওয়া মর্ত্ত্যের সাধ্য নয়; বিচারের অনুরোধে যদি তাকে হাজির হইতে হয় তবে সে হাজির হইবে, কিন্তু নিজে। তোমরা কি বজ্রবাহুকে যেমন তেমন চোর বিবেচনা করিতেছ যে চৌকীদার দেখে লুকিয়ে বেড়ায় ও জঘন্য পয়সা পেলেই হত্যাকরে? না না তা নয়, বজ্রবাহু সেরূপ সামান্য বদমাস নয়! আমি একজন দস্যুর কাজ করেছি বটে; কিন্তু যে অভিপ্রায়ে করেছি তা অতি মহৎ ও প্রশংসার যোগ্য।"

বীরবাহু। "দুর্গা! এসমস্ত কি সম্ভব?"

সভাগৃহ মধ্যে নিস্তব্ধ ভাব হইল। দস্যুর বাক্য শুনিয়া সকলের হৃৎকম্প হইতে লাগিল; দস্যু উদ্ধত ও দম্ভভাবে নরক রাজ্যের রাজার ন্যায় গৃহ মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল।

লাবণ্যবতী যেমন চক্ষু উন্মীলন করিলেন, অমনি তাঁহার প্রথম দৃষ্টি দস্যুর উপর পড়িল।

তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন "হা পরমেশ্বর! সে এখনও রয়েছে দেখ্‌ছি! আবার যেন এও বোধ হল যে তরুণসেন যেন—না,

না, তা হতে পারে না ; কুহক দেখে আমার ভ্রম হয়ে ছিল।”

বজ্রবাহু রাজকন্যার দিকে গেলেন এবং ভূমি হইতে তাঁহাকে ধরিয়া তুলিবার আকিঞ্চন করিলেন। তিনি ভয়ে সরিয়া পলাইতে লাগিলেন।

দস্যু তখন পরিবর্ত্তিতস্বরে কহিলেন “না লাবণ্যবতি! তুমি যা দেখেচো তা ভ্রমনয়। তোমার অনুগৃহীত তরুণসেন ও দস্যু বজ্রবাহু ইহারা পৃথক্ ব্যক্তি নয়।”

লাবণ্যবতী হতাশ ভাবে উঠিয়া ও সাবিত্রীর ক্রোড়ে আশ্রয় লইয়া কহিলেন—“এ মিথ্যা কথা।” রাক্ষস, তুই কখনও তরুণসেন হইতে পারিস না। এরূপ দৈত্য কখনও সেরূপ দেবপুরুষ হইতে পারে নাই! তরুণসেনের কার্য্য সকল দেবের ন্যায় পবিত্র ও কীর্ত্তিজনক—! আমি তাঁহারই নিকট সৎকর্ম্ম ও কীর্ত্তিকর কর্ম্ম ভাল বাসিতে শিখি এবং তিনিই আমাকে ঐরূপ কর্ম্ম নিজে আচরণ করিতে উপদেশ দেন! তাঁহার হৃদয়ে কুপ্রবৃত্তির লেশ ছিল না, মহৎকার্য্য সমস্তই তাঁহার বুদ্ধিগম্য ছিল! ধর্ম্ম কার্য্যে ক্লেশ ও শ্রম সহ্য করায় তিনি অকুণ্ঠিত ছিলেন, নির্দ্দোষ আতুরের অশ্রু মুছিয়া দেওয়া তাঁহার অভ্যস্ত ছিল—এই সকল বিষয়েই তরুণসেন যথার্থ গৌরব জ্ঞান করিতেন। তরুণসেন আর তুই! দুরাত্মন্! তোর হস্তে নিহত ব্যক্তিদিগের প্রেতগণ, ঈশ্বরের বিচারালয়ে তোকে—দোষী করিতেছে, তরুণসেনের নাম লইয়া অপবিত্র করিস না।”

বজ্র (সগর্ব্ব ও ব্যগ্র ভাবে)। “লাবণ্যবতি, তবে কি আমাকে ত্যাগ করলে? যে অঙ্গীকার করেছিলে তাহা কি ফেরালে? দেখ লাবণ্যবতি, দেখিলেই বুঝতে পারবে, এই দস্যু আমি ও তোমার তরুণসেন একই ব্যক্তি।”

এই বলিয়া তিনি চক্ষুর আবরণ দূর করিলেন দুই এক বার

আপন মুখের উপর রুমাল বুলাইলেন; তৎক্ষণাৎ তাহার বর্ণ পরিবর্ত্তন হইল, রোমশ ভ্রূ ও উন্নত কৃষ্ণকেশ দূরে গেল মুখের ভাব ভঙ্গী পুনরায় প্রকৃতিস্থ হইল, কি চমৎকার! সভার সমক্ষে সেই সুন্দর সিন্ধু বাসী, বজ্রবাহু দস্যুর বেশে সজ্জিত হইয়া দণ্ডায় মান রহিলেন।

বজ্র। "দেখ লাবণ্যবতি! পঞ্চাশবার পুনঃ পুনঃ আমি আমার আকৃতি পরিবর্ত্তন করিব; তোমার সম্মুখেই; তাহাতে এমনি কৌশল থাকিবে যে যত ইচ্ছা ভাল করিয়া দেখ তবু ঠকিয়া যাইবে। তা সে যাই হউক, এক কথা নিশ্চয় জেনো, সে আমিই সেই ব্যক্তি যাকে তরুণসেন বলে তুমি ভাল বাস্‌তে।

রাজা ইতিকর্ত্তব্যতা শূন্য হইয়া তাকাইয়া রহিলেন ও শুনিতে লাগিলেন। ক্রোধে তাঁহার হস্তদ্বয় লোহিত হইতে লাগিল, ও মধ্যে মধ্যে মুখ দিয়া "কি ভয়ানক?" এই বাক্য বাহির হইতে লাগিল। বজ্রবাহু পুনশ্চ উপযাচক ভাবে রাজকন্যাকে জিজ্ঞাসা করিল "লাবণ্যবতি, তুমি কি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিবে? আর কি আমি তোমার প্রিয়পাত্র নই?"

লাবণ্যবতী কোন উত্তর করিতে পারিলেন না। কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়াইয়া সেই দস্যুর পানে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন।

বজ্রবাহু তাঁহার শীতল হস্ত গ্রহণ করিয়া চুম্বন করতঃ কহিলেন "লাবণ্যবতি, তুমি কি এখনও আমার!"

লাবণ্য। "তরুণসেন—হায়—তোমার সঙ্গে ভালবাসা – তোমার সঙ্গে দেখা শুনো না হইলেই ভাল ছিল।"

বজ্র। "লাবণ্যবতি, তুমি কি এখনও তরুণসেনের পত্নী হইবে? তুমি কি এখনও 'দস্যুকান্তা' হইতে চাও?"

লাবণ্যবতীর অন্তরে প্রণয় ও ঘৃণা এই উভয় ভাবের সমর হইতে লাগিল। অতি কষ্টকর ব্যাপার হইয়াছিল।

বজ্র। "প্রিয়তমে! আমার কথা শ্রবণ কর। আমি কেবল তোমার জন্য দেখা দিয়াছি—, তোমার জন্য বিচারের হস্তে আত্মাকে সমর্পণ করেছি, তোমারই জন্য হায় তোমার জন্য আমার অকরণীয় কি আছে? তা; লাবণ্যবতি আমাকে হাঁ কি না একটী নিশ্চয় জবাব দাও; তা হইলেই সমস্ত ফুরাইল! লাবণ্যবতি তুমি এখনও কি আমাকে ভাল বাস?"

তিনি একথারও কিছু উত্তর দিলেন না; তবে সুরবালার ন্যায় নায়কের প্রতি এরূপ এক কোমল কটাক্ষ পাত করিলেন, যাহাতে স্পষ্ট বোঝা গেল যে, দুরাত্মা তখনও তাঁহার হৃদয়ের প্রভুত্ব ছাড়ে নাই। সাবিত্রীর ক্রোড়ে পড়িয়া তিনি শেষে এই কথা বলিলেন 'নর, তুমি আমাকে যে যন্ত্রণা দিতেছ, তদ্বিষয়ে ঈশ্বর তোমাকে মার্জ্জনা করুন!"

এই অবসরে রাজাও সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; তিনি আসন ছাড়িয়া উঠিলেন; চক্ষু দিয়া দীপ্তি নির্গত হইতে লাগিল এবং ক্রোধে তাঁহার ওষ্ঠ বিকম্পিত হইল। তিনি বজ্রবাহুর দিকে ধাবমান হইলেন, পারিষদ্‌বর্গ মধ্যে পড়িয়া রাজাকে ধরিয়া থামাইলেন। দস্যুও খুব উদ্ধতভাবে রাজার দিকে অগ্রসর হইল এবং ক্রোধ সম্বরণ জন্য রাজাকে অনুরোধ করিল ও সে কহিল—

"উজ্জয়িনীরাজ, তুমি তোমার প্রতিজ্ঞা রাখবে কি না? এই সকল সম্ভ্রান্ত ভদ্রগণ তোমার প্রতিজ্ঞায় সাক্ষী আছেন!"

বীর। "দুরাত্মন্! পাপকারিন্!—আহা, আমাকে ফাঁদে ফেলিবার জন্য কি কৌশল করিয়াই বন্দী ফেঁদেছে। উজ্জয়িনীর অধিবাসীগণ তোমরা বল; এরূপ উত্তমর্ণের নিকট আপন

ঋণ পরিশোধ করা উচিত কি না?—এ বহুদিন ঠকামি ও নরহত্যা কার্য্যে লিপ্ত ছিল, ইহার অস্ত্রে আমাদের অতি সাহসী ব্যক্তিগণ প্রাণ হারাইয়াছেন, এবং সেই হত্যার অর্থে এ ব্যক্তি এখানে সম্ভ্রমসূচক প্রণালীতে চলিতে পারিয়াছে। অবশেষে ভদ্রবেশ ধরিয়া এ আমার নিকট আসিল, এবং দুর্ভাগা লাবণ্যবতীর মন খারাপ করিল। পরে এক কৌশল করিয়া আমার প্রতিজ্ঞা বাহির করিয়া এক্ষণে রাজকন্যাকে বিবাহ করিতে চায়, অভিপ্রায় এই যে, রাজজামাতা হইলে ইহার অপরাধ সকল বুঝি মার্জ্জিত হইবে। উজ্জয়িনী—বাসি গণ! তোমরাই বল এই পাপিষ্ঠের সঙ্গে আমার কথা রক্ষা আবশ্যকীয় কি না?"

সভাস্থ সমস্ত ব্যক্তি। "না, না, কখনই না!"

বজ্র (গম্ভীর ভাবে)। "যখন কথা দিয়াছ তখন নরকরাজের নিকট দিলেও তাহা রক্ষা করা বচিত। ধিক্ ধিক্ বীরবাহু! তুমি আপন হিসাবে বড় ঠকা ঠকিলে! আমার বোধ ছিল যে আমি ভদ্রলোকের সঙ্গে ব্যবহার করচি, কিন্তু এখন সে ভ্রম দূর হইল। (কঠোরস্বরে) উজ্জয়িনীর রাজা আর এক এই শেষবার জিজ্ঞাসা করচি, তোমার রাজকীয় কথা কি তুমি ভঙ্গ করিবে?"

বীরবাহু (প্রভুত্ব ভাবে)। "তোর অস্ত্র শস্ত্র অর্পণ কর্।"

বজ্র। "তবে যথার্থই আমার প্রাপ্য পুরস্কার বন্ধ করিলে? বজ্রবাহুকে তোমার ক্ষমতার অধীনে প্রদান করা ব্যর্থ হইল?"

বীর। "সাহসী তরুণসেনকে লাবণ্যবতী দিব কথা ছিল, নর-ঘাতক বজ্রবাহুর সহিত আমি কোন বন্দোবস্ত করিনাই; তরুণসেন আসিয়া আমার ভাইঝী প্রার্থনা করলে পাইবে; বজ্রবাহুর ও বিষয়ে কোন দাওয়া নাই। আমি পুনশ্চ বলছি অস্ত্র শস্ত্র নামাও।"

বজ্র। অট্ট হাস্য করিয়া) "নরঘাতক বজ্রবাহু বল্ছো ? হাহা! আপনার প্রতিজ্ঞার দিকে মনোযোগ রাখ; আমার নরহত্যার জন্য তোমার এত শিরঃপীড়া কি ? সে সব আমার নিজের বিষয়; বিচারের দিন সে বিষয়ে দুই এক কথা আমি জবাব দিতে পারিব।"

শান্তিধর (রাজার প্রতি)। "কি প্রশ্রয়ের উক্তি !"

বজ্র। "ওগো ধর্ম্মাধ্যক্ষ মহাশয়, আমার হয়ে দুটো কথা বল; তুমিতো আমাকে বেশ জানই; আমি অনেক দিন তোমার কাছে বেশ খাঁটি হয়ে কাজ করেছি, তাহারতো সন্দেহ নাই! আমার পক্ষে ধর্ম্মাধ্যক্ষ দাদা দুটো কথা বলো।"

শান্তি (ক্রোধে ও উদ্ধত ভাবে)। "পাজি তুই আমাকে সম্বোধন করিস না! তোতে আমাতে কোন কাজ হওয়ার সম্ভাবনা কি?—মহারাজ, আর বিলম্ব করা বিধি নয়, শীঘ্র প্রহরী ডাকুন।"

বজ্র। "কি! তবে কি আমার আর কোন আশাই নাই? দুর্ভাগ্য বজ্রবাহুর প্রতি কেহই দয়া করিল না ?"

কি ? কেহই না!—(ক্ষণেক নিস্তব্ধতা) সকলেই অবাক্! সকলেই! বাশ তবে আর কি! তবে আমার অদৃষ্ট নির্দ্ধারিতই হইল। আচ্ছা প্রহরী ডাক!"

লাবণ্য (আর্ত্তরবে সম্মুখে আসিয়া রাজার চরণে পড়িয়া)। দোহাই? ওকে ক্ষমা করুন্—বজ্রবাহুকে ক্ষমা করুন্!"

বজ্র (মহা আহ্লাদে)। "তুমি এমন কথা বললে? হা! হা! তবে এক দেবী বজ্রবাহুর জন্য তাহার অন্তিম কালে প্রার্থনা করচেন!"

লাবণ্য (রাজার বাহুদ্বয় জড়াইয়া ধরিয়া)। "পিতঃ! বন্ধো! উহার প্রতি দয়া করুন্। ও পাপী হয়—ঈশ্বর উহাকে শাস্তি

দিবেন। ও পাপী বটে, কিন্তু হায়! লাবণ্যবতী তথাচ উহাকে ভাল বাসে।"

বীর (সক্রোধে কন্যাকে দূরে ফেলিয়া দিয়া)। "দূর হ, অযোগ্যা মেয়ে! তোর প্রলাপ উপস্থিত হয়েছে।"

বজ্রবাহু স্থির ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া ঐ ব্যাপার দেখিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার উজ্জ্বল নয়নে বাষ্পধারা বিগলিত হইল। লাবণ্যবতী রাজার হাত ধরিয়া মিনতি করত কহিলেন, "যদ্যপি উহার উপর দয়া না রাখেন আমারও উপর না রাখুন। বজ্রবাহুর উপর যে দণ্ডাজ্ঞা হইবে, তাহা আমারই উপর; আমি নিজের ও বজ্রবাহুর এই উভয়ের প্রাণ রক্ষা প্রার্থনা করিতেছি। পিতঃ! আমার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিবেন না—উহাকে ছাড়িয়া দিন!"

বীর (সক্রোধে ও নিশ্চিত বাক্যে) "বজ্রবাহু এই উচ্ছন্ন যায়।"

বজ্র। "ভাল, এই যে নিরীহ কপোতী তোমার পায়ে পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতেছে, ইহা দেখে তোমার কি একটুও কষ্ট হচ্ছেনা; দূর হও রাজনামা বন্য! লাবণ্যবতী যত দূর স্নেহের যোগ্য তত স্নেহ কখনই তুমি কর নাই; এখন আর সে তোমার নয়! সে আমার, সে বজ্রবাহুর!"

এই বলিয়া কুমারীকে ধরিয়া তুলিলেন এবং মুখচুম্বন করতঃ কহিলেন,

"লাবণ্যবতি! তুমি আমার; মৃত্যু ভিন্ন আর কিছুতেই আমাদের পৃথক্ করিতে পারিবে না! আমি যেমন ভাল বাসা চাই, সেইরূপই তুমি আমাকে ভাল বেসেছ; অদৃষ্টে যাহাই ঘটুক, আমি এক্ষণে পরম সুখী ও ভাগ্যকে স্পর্দ্ধা করি। তবে এখন কাজের কথায় লাগা যাউক।"

তিনি মূর্চ্ছাপন্নপ্রায় লাবণ্যবতীকে সাবিত্রীর ক্রোড়ে পুনরর্পণ

করিলেন এবং সভাগৃহের মধ্য স্থলে গিয়া সভাস্থ সমস্ত ব্যক্তিকে অভীতভাবে সম্বোধন করিলেন ;—

"উজ্জয়িনীবাসিগণ, আমাকে বিচারের কুঠারমুখে অর্পণ করিতে তোমরা কৃতসংকল্পই হয়েছ! দয়ার বিষয়ে আমার আর আশা বৃথা। সে মন্দ নয়! তোমাদের যেমন অভিরুচি সেইরূপ কর। কিন্তু আমার উপর তোমরা বিচার করিতে বসিবার পূর্ব্বে আমি প্রথম তোমাদের জন কয়েকের বিচার করিয়া সাজা দিই! এখন দেখ, তোমরা আমাকে সুবুদ্ধির প্রাণহন্তা, গুণধরের প্রাণহন্তা, এবং যশঃপ্রিয়ের প্রাণহন্তা বলিয়াই দেখ্‌চো! তা আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু কোন্ কোন্ মহাত্মা আমাকে টাকা দিয়া ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত করান, তাঁহাদিগকে তোমরা জানিতে চাও?"

এই বলিয়া তিনি বাঁশীতে ফুঁ দিলেন, অমনি দরজা উদ্ঘাটিত হইল। প্রহরীরা প্রবেশ করিল এবং প্রধান প্রধান ষড়যন্ত্র কারিরা কর্ত্তব্যতা স্থির করিতে সমর্থ হওয়ার পূর্ব্বেই, তাহাদিগকে নিরস্ত্র ও গ্রেপ্তার করা হইল।

বজ্রবাহু দৃঢ়বাক্যে প্রহরীদিগকে হুকুম দিলেন "উহাদিগকে উত্তমরূপে রক্ষা কর" "আর আর হুকুমতো দেওয়াই আছে!—উজ্জয়িনীর ভদ্রগণ, ঐ পাপিষ্ঠদিগকে দেখ; উহাদের কর্ত্তৃকই তোমরা সেই তিন মহৎব্যক্তিকে হারাইয়াছ! আমি ঐ হত্যার বিষয়ে এক, দুই, তিন, ঐ চারি ব্যক্তিকে দোষী করি; আর আমাদের সুযোগ্য ধর্ম্মাধক্ষ্য মহাশয় ঐ শ্রেণীর পঞ্চম পদ ভুক্ত।"

দোষীরা নিশ্চল ও হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহাদের মুখ দেখিয়াই স্পষ্ট বুঝা যাইতে লাগিল যে তাহাদের দোষ যথার্থ এবং তাহাদের মধ্যে কেহই বজ্রবাহুর কথার খণ্ডন করিতে সাহসী হইল না। পারিষদেরা একান্ত বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হইয়া পরস্পর

বলা কওয়া করিতে লাগিলেন—"এ সকলের তাৎপর্য্য কি?" অবশেষে ধর্ম্মাধ্যক্ষ বুদ্ধি উদ্ভাবন করিয়া কহিলেন "এ এক অতি লজ্জাকর ফন্দী, দুরাত্মা আপনার মরণ নিশ্চিত দেখিয়া আমাদিগকেও সঙ্গে টানিতেছে।"

সুরেশ (প্রকৃতিস্থ হইয়া)। "যত দিন বেঁচেছিল, পামর পূর্ব্ব পূর্ব্ব সকল বদ্‌মায়াসকে অতিক্রম করেছিল; এখন মরণেও সকলের চেয়ে সরস যাচ্ছে।"

বজ্র (গাম্ভীর্য্য রাখিয়া)। "চুপ রহ! আমি তোমাদের সমস্ত মত্‌লব জানি; তোমরা যে সকল লোককে মারিবার জন্য ফন্দি করিয়াছ তাহা দেখিয়াছি; তোমাদের সকল বন্দোবস্ত অবগত আছি; এবং এখন যে তোমাদের সঙ্গে আমি কথা কচ্ছি এই মুহূর্ত্তেই আদালতের লোকে আমার উপদেশ অনুসারে শ্বেতফিতাওয়ালা সব লোককে ধরিতেছে, যাহারা আজ রাত্রে উজ্জয়িনী উল্টাইবার জোগাড়ে ছিল। বৃথা আর কথা কহিও না; কারণ ওজর এখন আর খাটে না।"

বীর (সবিস্ময়ে)। "বজ্রবাহু, এ সকলের তাৎপর্য্য কি?"

বজ্র। "তাৎপর্য্য এইমাত্র যে উজ্জয়িনীর শাসন ও উহার রাজার জীবনের বিপক্ষে এক ঘোর চক্রান্ত হইয়াছিল। বজ্রবাহু তাহা আবিষ্কার ও নিপাত্ত করিয়াছে। আর আপনি যে অতি শীঘ্রই দয়াপূর্ব্বক তাহাকে মৃত্যু মুখে পাঠাইতেছেন, তৎপরিবর্ত্তে দস্যু আপনাকে সেইরূপ অবস্থা হইতে বাঁচাইয়া দিল।

ধনপতি সিং। (দোষীদিগের প্রতি) "সম্ভ্রান্ত উজ্জয়িনীয়গণ, এই ঘোরতর দোষের বিষয়ে তোমরা নিরুত্তর দেখ্‌চি।"

বজ্র। "চুপ করিয়া থাকাই বুদ্ধির কর্ম্ম, কারণ এখন আর পথ কিছু নাই। উহাদের সৈন্যদলকে ইতিপূর্ব্বেই নিরস্ত্র করা হয়েছে,

এবং সাধারণ কারাগারের পৃথক্ পৃথক্ অংশে রাখা হয়েছে। তাহাদের কাছে যাইয়া শুনুন বেশি জানিতে পারিবেন। এখন বোধ হয় আপনারা বুঝ্তে পেরেছেন যে, সভাগৃহের দ্বারে পাহারা রাখা কেন হয়েছিল। দুর্দ্দান্ত বজ্রবাহুকে ধরার জন্য নয়, এই সকল মহাত্মাদিগকে দৃঢ়রূপে কায়দা করার জন্য।"

"এখন তবে উজ্জয়িনীয়েরা, আমার এবং তোমাদের ব্যবহারের তুলনা কর! আমি নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়া রাজাকে উচ্ছেদ হইতে রক্ষা করিয়াছি; দস্যুর বেশ ধরিয়া দস্যুদিগের দলে গিয়া মিশিয়াছি; তোমাদের নিমিত্ত আমি বৃষ্টি, ঝড়, শিশির রৌদ্র কিছুই গ্রাহ্য করি নাই; তোমরা যখন নিদ্রা গিয়াছ আমি জাগিয়া পাহারা দিয়াছি; আমার জন্যই উজ্জয়িনীর রাজত্ব ও তোমাদের জীবন রক্ষা পাইয়াছে; তত্রাচ কি আমার কার্য্যগুলি পুরস্কারের যোগ্য হয় নাই?

"আমি এ সমস্ত কেবল গুর্জ্জর রাজকন্যা লাবণ্যবতীর জন্য করিয়াছি, এখন তোমরা কি আমার বাগ্‌দত্তা পত্নীকে লইতে দিবে না? আমি তোমাদিগকে মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়াছি, তোমাদের গৃহিণীদিগের সতীত্ব লম্পটের চুম্বন হইতে রক্ষা করিয়াছি, এবং তোমাদের নিরীহ শিশুগণের গলদেশ ঘাতকের ছুরিকা হইতে রক্ষা করিয়াছি। হা! মানবগণ, তত্রাচ তোমরা আমাকে—ফাঁশি কাষ্ঠে পাঠাইতে চাও?

"এই তালিকায় দৃষ্টি কর! দেখ বজ্রবাহু না থাকিলে তোমাদের মধ্যে কত জনের আজ রাত্রিতেই রক্তস্রাব হইত। আর যাহারা তোমাদিগকে কাটিত তাহাদিগকেও সমক্ষে দেখিয়া লও! চেহারা দেখেই বুঝিতে পারিতেছ না যে উহারা ইতিপূর্ব্বেই ঈশ্বর ও আপন হিতাহিত বুদ্ধি কর্ত্তৃক দণ্ডিত হয়েছে? একজনও কই দোষ স্খলনার্থ

কথা কহিতেছে ? এক জনও ঘাড় নাড়িয়া আমার কথায় দ্বিরুক্তি করিতেছে ? যাহা হউক আমি যাহা বলিয়াছি তাহা আরও তোমাদিগকে সত্য বলিয়া বুঝাইয়া দিই।”

তিনি চক্রান্তকারীদিগের দিকে ফিরিলেন, কহিলেন “আমার কথা শুন, তোমাদের মধ্যে প্রথম যে কেহ সত্য ঘটনা স্বীকার করিবে, তাহার অপরাধ ক্ষমা করা হইবে। আমি শপথ করিয়া বল্‌ছি ; আমি সেই দস্যু বজ্রবাহু !”

চক্রান্তকারীরা নীরব রহিল। হঠাৎ গুণেশ সম্মুখে আসিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে রাজার পদতলে পড়িল।

সে কহিল। “হে উজ্জয়িনীবাসিগণ, বজ্রবাহুর কথা সমস্তই যথার্থ।”

আর আর চক্রান্তকারীরা সকলেই বলিয়া উঠিল। “সমস্ত মিথ্যা, এ সমস্ত মিথ্যা।”

বজ্রবাহু ক্রোধে অধীর হইয়া ভীষণ মূর্ত্তিতে শ্রোতৃদিগকে কম্পিত করিয়া বজ্রনির্ঘোষস্বরে কহিলেন “চুপরহ। চুপ রহিয়া আমার কথা শোন, অথবা তোমাদের কর্ত্তৃক হতদিগের প্রেতের কথা শোন।——হাজির হও! হাজির হও!—সময় উপস্থিত হইয়াছে।”

পুনরায় বংশীধ্বনি করিলেন। দ্বার মুক্ত হইল, এবং রাজার সেই অতি শোচিত বন্ধুত্রয় সুবুদ্ধি, গুণধর এবং যশঃপ্রিয় সভায় আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন! ভাইরে! “আমরা ধোকাঁয় পড়িয়াছি” উচ্চৈঃস্বরে এই চীৎকার করিয়া সুরেশ আপনার ছোরা বাহির করিল এবং নিজবক্ষে মূলপর্য্যন্ত বসাইয়া দিল।

এক্ষণে কি আনন্দের ঘটনা উপস্থিত! বীরবাহু যেমন তাঁহার চির বিরহিত মিত্র গণের বাহু পাশে যাইয়া বদ্ধ হইলেন,

তাঁহার শুক্ল শ্মশ্রুপাশ অশ্রুজলে প্লাবিত হইতে লাগিল; ঐ তিন মহামান্য প্রবীণেরও নয়ন জল বিগলিত হইতে লাগিল. যখন তাঁহারা তাঁহাদের রাজা বন্ধু এবং ভ্রাতার জানু আলিঙ্গন করিলেন! বীরবাহু, এই তিন সুযোগ্য ব্যক্তিকে, এই তিন বীরকে, স্বর্গের এদিকে আর দেখিতে পাইবেন এরূপ আশা করেন নাই এবং পুনশ্চ মর্ত্ত্যে সাক্ষাৎ করিতে পারার দরুণ জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন। এই মহাত্মচতুষ্টয় যাঁহারা পরস্পর পরস্পরকে যৌবন সময় হইতেই আস্থা করিতেন, প্রৌঢ় অবস্থায় যাঁহারা পার্শ্ববর্ত্তী হইয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন এক্ষণে ইহাঁরা বার্দ্ধক্যে মিলিত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে অমূল্য জ্ঞান করিতে লাগিলেন। দর্শকবৃন্দ সাধারণ আস্থার সহিত এই সম্মুখবর্ত্তী ব্যাপার নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। এবং প্রাচীন পারিষদ বর্গ বিরহিত বন্ধু গণের সহিত পুনর্ম্মিলনে— আনন্দাশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। এই আনন্দময় সুখের সময়ে সকলে বিমুগ্ধ হইয়া কেবল বীরবাহু ও তাঁহার মিত্র দিগকেই লক্ষ্য করিয়াছিলেন; চক্রান্তের দল ও আত্মঘাতী সুরেশকে যে প্রহরীরা সভাগৃহ হইতে স্থানান্তরিত করিয়াছিল, ইহা কাহারও দৃষ্টিতে পড়িল না; সাবিত্রী ভিন্ন আর কেহই লাবণ্যবতীকে দেখিল না, যিনি রোদন করিতে করিতে ঐ সুন্দর দস্যুযুবার ক্রোড়ে পতিতা হইয়া মুহুর্মুহুঃ বলিতেছিলেন "বজ্রবাহু তবে একজন খুনে নয়!"

অবশেষে সকলের চৈতন্য হইল। তাঁহারা ইতস্ততঃ দৃষ্টি করিলেন—এবং প্রত্যেক ব্যক্তির মুখ হইতেই "জয় উজ্জয়িনীর রক্ষাকারী!" এই প্রথম শব্দ নির্গত হইল। বজ্রবাহু নামে গৃহের ছাদ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল এবং সেই নামের সঙ্গে সহস্র সহস্র আশীর্ব্বাদও প্রযুক্ত হইতে লাগিল।

সেই বজ্রবাহু, যাহাকে এক ঘণ্টা পূর্ব্বে সমগ্র সভ্য মণ্ডলী বধমঞ্চে প্রেরণ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তিনি এক্ষণে দেবতুল্য প্রশান্ত গম্ভীর মূর্ত্তিতে দর্শক গণের পূজ্য হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন; একবার তাঁহার দৃষ্টি স্বরক্ষিত মানব গণের উপর সদয় ভাবে পতিত হয়, আরবার সানন্দে সেই রমণীর প্রতি পড়ে, যাহাকে পুরস্কার পাইবার জন্য তিনি এ সমস্ত বিপদ সহ্য করিয়া আসিয়া ছিলেন।

বীরবাহু ঐ দস্যুর দিকে অগ্রসর হইয়া আপন হস্ত বাড়াইয়া দিয়া সম্বোধন করিলেন "বজ্রবাহু!"

তিনি রাজার হস্ত সসম্মানে গ্রহণ করতঃ ঈষদ্ধাস্য করিয়া কহিলেন "মহারাজ, আমার নাম বজ্রবাহু নয়; আমি সিন্ধুদেশীয় তরুণসেনও নই। আমার জন্মভূমি গান্ধার দেশ, আমার নাম বিজয়সেন; আমার মর্ম্মান্তিক শত্রু জয়পালের মৃত্যু হওয়ায় আত্মপরিচয় গোপনের আর আমার প্রয়োজন নাই।"

রাজা উদ্বেগ সহকারে বলিয়া "উঠিলেন জয়পাল?" বিজয়সেন কহিলেন "ভয় করিবেন না! ইহা সত্য বটে জয়পালের মৃত্যু আমার হস্তেই হইয়াছে, কিন্তু অন্যায় যুদ্ধে হয় নাই। তাহার খড়্গে যে রক্ত লাগিয়াছিল সে আমার দেহের, চরম সময় তাহার দিব্য জ্ঞানও জন্মিয়াছিল। সে মৃত্যুর পূর্ব্বে আপন স্মরণপুস্তকে আমার সম্পূর্ণ নির্দ্দোষিতা লিখিয়া গিয়াছে; পূর্ব্বে ঈর্ষাবশতঃ আমার নামে যে সমস্ত দোষারোপ করে তাহার সম্পূর্ণ অপনোদন করিয়া দিয়াছে; এবং কিরূপে আমি গান্ধারে পুনশ্চ আমার অপহৃত রাজ্য পুনরুদ্ধার করিতে পারি, এবং কিরূপে আমার কলঙ্কিত খ্যাতি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি তাহারও উপদেশ,

দিয়া গিয়াছে। তদনুসারে কার্য্য করায় আমার চেষ্টাও নিষ্ফল হয় নাই; এক্ষণে গান্ধারের সকল লোকেরই হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে যে জয়পাল অকারণ চাতুরী করিয়া আমার নির্ব্বাসন বিধান করাইয়াছিল এবং আমার সর্ব্বনাশের নিমিত্ত বহুপ্রকার চক্রান্ত করিয়াছিল। ঐ সকল চক্রান্তের জন্যই আমার নিজ রূপ পরিত্যাগ ও ছদ্মবেশে জীবন যাপনের প্রয়োজন হয়। অনেক স্থান ঘুরিয়া অবশেষে দৈবের ইচ্ছায় উজ্জয়িনীতে আসিয়া পড়িলাম; চেহারা এত পরিবর্ত্তন হইয়াগিয়াছিল, যে ধরা পড়ার ডর ছিল না; কিন্তু ডর এই ছিল (যুক্তি সঙ্গতও বটে) যে পাছে আপনার সহরের রাস্তায় অনাহারে মারা যাই। এই অবস্থায় দৈবগত্যা দস্যুদের সঙ্গে পরিচয় হইল, যাহারা ঐ সময় সহরে উপদ্রব করিত, আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহাদের দলে মিশিলাম। অভিপ্রায় কতকটা এই যে রাজ্যকে উহাদের জঞ্জাল হইতে পরিষ্কার করিব। কতকটা আর এই যে উহাদের দ্বারা উহাদের নিয়োগকর্ত্তা বড় বড় বদমায়েস দিগকে জানিয়া লইব! আমার চেষ্টা সফল হইল; দস্যুদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া দিলাম এবং লাবণ্যবতীর সম্মুখেই তাহাদের দলপতিকে বধ করিলাম। এখন উজ্জয়িনীর মধ্যে আমিই কেবল এক দস্যু রহিলাম; প্রত্যেক পাজীই আমার নিকট কাজের জন্য আসিতে লাগিল; আমি ষড়যন্ত্র কারিদের সমস্ত মতলব বুঝিয়া লইলাম, যেমন এখন আপনিও বুঝিতে পারিয়াছেন। আমি দেখিলাম যে রাজার তিন বন্ধুকে মারা স্থির সিদ্ধান্তই হয়েছে তখন দলের সঙ্গে বেশী ঘনিষ্টতা দেখাইবার জন্য ঐ তিন জন যে আমার হাতেই মরেছেন, এটা তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়ার আবশ্যক হইল। আমার আপন মতলব যে মাত্র স্থির হইল অমনি তাহা যশঃপ্রিয়কে জানাইলাম, কেবল তিনিই আমার এই রহস্য সমগ্র

[..]ত ছিলেন। তিনি রাজার নিকট আমাকে নিজ মৃতবন্ধুর পুত্র বলিয়া পরিচিত করিয়া দিলেন; তিনি আপন উপদেশ দ্বারা আমার সাহায্য করিতে লাগিলেন; রাজা ও তাঁহার অন্তরঙ্গগণ ভিন্ন অন্য কেহই যে সকল প্রকাশ্য উদ্যানে প্রবেশ করিতে না পায়, সেই সকল উদ্যানের কুঞ্চিকা তিনিই আমাকে দেন, যদ্দ্বারা সময় সময় শত্রুরা আমার অনুগমনে অসমর্থ হইত; তিনি আমাকে রাজ প্রাসাদের অনেকানেক গুপ্ত পথ দেখাইয়া দিয়াছিলেন, যদ্দ্বারা আমি অলক্ষিত ভাবে রাজার শয়ন গৃহে পর্য্যন্তও প্রবেশ করিতে পারিতাম; যখন তাঁহার লুক্কায়িত হওয়ার সময় উপস্থিত হইল, তিনি আগ্রহের সহিত কেবল আমাদের মাত্র জানিত এক অতি গোপনীয় স্থানে গিয়া বাস করিতে সম্মত হইলেন। কেবল নিজে নয়, সুবুদ্ধি ও গুণধরকেও বুঝাইয়া সঙ্গে লইলেন যে তাঁহারা বর্ত্তমান দিনের পর কার্য্যসিদ্ধির সময় পর্য্যন্ত নির্জ্জন বাস করিবেন এবং তৎপরে পুনরায় স্বাধীন হইবেন। এখন আর দস্যুরা নাই; চক্রান্ত কারিরা শৃঙ্খলবদ্ধ হয়েছে; আমার অভিপ্রায় গুলি সুসম্পন্ন হয়েছে; তবে এখন হে উজ্জয়িনীয়গণ! এখনও যদি তোমরা আমাকে ফাঁশির উপযুক্ত বিবেচনা কর, এখনই ফাঁশি দাও, দস্যু বজ্রবাহু হাজির!”

রাজা, পারিষদবর্গ ও সমস্ত সম্ভ্রান্তগণ এক বাক্যে বলিয়া উঠিলেন “সে কি কথা? তোমাকে ফাঁশি দিব?” তখন সকলেই সেই বীরকর্ম্মা গান্ধারবাসীর ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

বীরবাহু চক্ষুর এক বিন্দু অশ্রু মুছিয়া কহিতে লাগিলেন “হে বজ্রবাহু, তুমি যেরূপ দস্যু হইয়াছিলে তদ্রূপ দস্যু হইতে পারিলে আমি আমার এই রাজমুকুট স্বচ্ছন্দে প্রদান করিতে

সম্মত! তুমি না এক সময় আমাকে বলিয়া ছিলে 'রাজন্ তু. এবং আমি এই দুই জন উজ্জয়িনীর মধ্যে বড় লোক' কিন্তু হায় রাজার অপেক্ষা দস্যু কত দূর বেশী বড় দাঁড়াইল! লাবণ্যবতী অপেক্ষা বহুমূল্য রত্ন সংসারে আর আমি কিছুই বিবেচনা করিনা; সম্রাটের মুকুট অপেক্ষা লাবণ্যবতী আমার প্রিয়তর বস্তু; লাবণ্যবতী এখন তোমার।"

লাবণ্যবতী "বজ্রবাহু!" এই সম্বোধন করিয়া ঐ সুন্দর দস্যুর দিকে নিজ হস্ত বাড়াইয়া দিলেন। দস্যুও কহিলেন "তবে জিত আমার! লাবণ্যবতী দস্যুরই পত্নী হইল!" এবং তখন সেই লজ্জানম্রমুখী কুমারীকে আপন হৃদয়ে গ্রহণ করিলেন।

সপ্তম অধ্যায়।

উপসংহার।

তবে এক্ষণে বোধহয় ইহা নিতান্ত অসঙ্গত হইবেনা, যদি আমরা বৃদ্ধ রাজা ও তাঁহার সুন্দরী ভ্রাতুষ্পুত্রীর মধ্যে বিজয় সেনকে নিশ্চিন্ত ভাবে বসাইয়া তাঁহার মুখে নিম্ন লিখিত বিষয় গুলি বর্ণনা করাই—জয়পালের তাঁহার প্রতি শত্রুতার কারণ কি, কিরূপে তিনি প্রভাবতীকে হারাইয়াছিলেন, কি কি দোষ তাঁহার বিপক্ষে আরোপ করা হইয়াছিল, কিরূপে তিনি তাঁহার শত্রু প্রেরিত ঘাতক গণের হস্ত হইতে রক্ষা পাইলেন, কিরূপে বহুকাল তিনি এস্থান ওস্থান ভ্রমণ করিয়া বেড়াইলেন, কিরূপে তিনি (কলিঙ্গ দেশে কতকগুলি বাজীকরের দলে থাকার সময়ে) ভিক্ষুক বজ্রবাহু হইতে সম্ভ্রান্ত তরুণসেন পর্য্যন্ত অনির্ব্বচনীয় ছদ্ম বেশ

রতে শিখিয়াছিলেন, কিরূপে এই ছদ্মবেশে অবন্তি রাজ্যে আগমন করিলেন, কিরূপে যশঃপ্রিয়ের মুখে তাঁহার আর উদ্দেশ কেহ বড় করেনা, ইহা অবগত হইয়া উজ্জয়িনীতে আপন প্রকৃত রূপেই বেড়াইতেন, কিরূপে জয়পাল উজ্জয়িনী আসিয়া পুনরায় লুক্কায়িত হইলেন; কিরূপে তাহাকে একাকী দেখিতে পাইয়া যুদ্ধ করতঃ নিজে অনেক জায়গায় আঘাত পাইলেন কিন্তু পরিণামে জিতিলেন; কিরূপে জয়পালের মৃত্যু দ্বারা রাজার ভয় আরও বৃদ্ধি করিলেন, কিরূপে ধনেশের ষড়যন্ত্রণা সূত্রে কৌশল করিয়া রাজার নিকট লাবণ্যবতী প্রার্থনা করিলেন; পাছে তাঁহার প্রণয়িনী তাঁহাকে তরুণসেন ভাবেই পছন্দ করেন—বজ্রবাহু ভাবে অবজ্ঞা করেন এই ভাবিয়া কতই ভীত হইয়াছিলেন; দস্যু ভাবে ভয় দেখাইয়া লাবণ্যবতীর প্রণয়ের কিরূপ পরীক্ষা দেখিয়াছিলেন; যদ্যপি সে পরিক্ষায় তিনি না উত্তীর্ণ হন তাহা হইলে কিরূপে ঐ চঞ্চলা বালাকে চিরকালের জন্য বিসর্জ্জন করিবার কল্পনা করিয়াছিলেন; ইত্যাকার অন্যান্যও অনেকগুলি কিরূপে; কেন; কি নিমিত্ত পরম্পরা; যাহার মীমাংসা না হইলে, আমার বোধ হয় এই গল্পের অনেক অংশ রহস্য মধ্যে রহিয়া গেল কিন্তু বিজয় সেনের গল্প আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে আমি দুইটী প্রশ্ন করিতে চাই।

প্রথম। যে প্রণালীতে আমি গল্প বলিতেছি তাহা পাঠকগণের প্রীতিকর কি না? দ্বিতীয়। যদিই তাহা পাঠকগণের প্রীতিকর হয়, তবে এই সকল গল্প বলার অপেক্ষা অন্য কোন আবশ্যকীয় কার্য্যে আমার সময় ক্ষেপ করা ভাল কি না?

এই সকল প্রশ্নের উত্তর পাইলে হয়ত আমি পুনরায় লেখনী ধারণের চেষ্টা দেখিব। এক্ষণে পাঠক ও পাঠিকাগণ আপাততঃ বিদায়!

সমাপ্ত।